আর্তনাদের অন্তরালে

আবুল হোসেন ভট্টাচার্য্য

আর্তনাদের অন্তরালে

আবুল হোসেন ভট্টাচার্য

www.pathagar.com

প্রকাশনা ও পরিবেশনায় ঃ

ইসলাম প্রচার সমিতি

১২৯ মীরপুর রোড

কলাবাগান, ঢাকা—৫

সমিতি কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

প্রথম সংস্করণ।

প্রকাশ কাল ঃ

সেপ্টেম্বর—১৯৮১;

আশ্বিন—১৩৮৮;

জেলহজ্জ—১৪০১;

মূল্য ঃ { সাদা—ছয় টাকা
নিউজ—চার টাকা

মুদ্রণে ঃ

চিশ্‌তিয়া প্রিন্টিং প্রেস

২২/২ শেখ সাহেব বাজার রোড

ঢাকা—৫

প্রাপ্তিস্থান ঃ

ইসলাম প্রচার সমিতি

১২৯ মীরপুর রোড

কলাবাগান

ঢাকা—৫

মদীনা পাবলিকেশনস্‌

১, প্যারীদাস রোড

ঢাকা

ইসলামী পাবলিকেশনস্‌

বায়তুল মোকাররম

দোতালা

ঢাকা—২

আধুনিক প্রকাশনী

১৩, প্যারীদাস রোড, ঢাকা—১

ও

২৫ শ্রীশ দাস লেন

বাংলা বাজার

ঢাকা—১

এবং

সকল সম্ভ্রান্ত পুস্তকালয়।

www.pathagar.com

বিশ্বের সকল মানুষের অনন্য দিশারী এবং
নির্যাতিত ও শোষিত মানব গোষ্ঠীর
পরম বন্ধু
হযরত মুহম্মদ (সাঃ) এর উদাত্ত আহ্বান ঃ

"তোমার ভাই অত্যাচারী হোক কিংবা
অত্যাচারিত হোক (তাকে) সাহায্য
কর। অত্যাচারী হলে অত্যাচার থেকে
বিরত রাখ (তবেই তাকে ধ্বংসের হাত
থেকে রক্ষা পেতে সাহায্য করা হবে)।"

—আল হাদীস

উৎসর্গ ঃ

এ অমর বাণীর মর্মানুযায়ী
দুনিয়ার অত্যাচারী ও অত্যাচারিত
উভয় শ্রেণীর উদ্দেশ্যেই
"আর্তনাদের অন্তরালে"
উৎসর্গ
করা হ'ল

www.pathagar.com

বিষয় সূচী

উপক্রমণিকা	৫—১১
অতীতের কথা	১০—১৩
অতীত ও বর্তমান	১৩—১৬
গোড়ায় গলদ	১৬—১৮
জাতি ভেদের যাঁতা কলে	১৯—৩৫
অবিশ্বাস্য কিন্তু অসত্য নয়	৩৫—৪২
প্রতিকার-প্রতিবিধান	৪২—৪৫
উপসংহার	৪৬—৬০

www.pathagar.com

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

আর্তনাদের অন্তরালে

উপক্রমণিকা

কোন মানুষের দ্বারা কারো উপরে সামান্যতম অত্যাচার নির্যাতন অনুষ্ঠিত হোক—কোন ধর্ম, ধর্মবিশ্বাসী কোন ব্যক্তি, কোন দেশের আধুনিক কালের রাষ্ট্রীয় সংবিধান এবং কোন বিবেকবান মানুষ তা চায় না—চাইতে পারে না। বরং সকলেই এ ধরনের কার্যকলাপকে এক-বাক্যে অতি জঘণ্য ও মানবতা বিরোধী বলে ঘোষণা করে এবং তা থেকে সর্বতোভাবে দূরে থাকতে বলে।

এমতাবস্থায় দুর্বল-অসহায় মানুষদিগের উপরে সবল ও সম্পদশালী মানুষদিগের দ্বারা অত্যাচার নির্যাতন অনুষ্ঠিত হওয়া যে কত বেশী অন্যায়, কত বেশী জঘণ্য এবং কত বেশী মানবতা-বিরোধী সেকথা খুলে বলার অপেক্ষা রাখেনা।

অথচ আবাহমান কাল যাবত এই অন্যায়, জঘন্য এবং মানবতা বিরোধী কাজটি পৃথিবীর সর্বত্র অব্যাহত ভাবে চালু রয়েছে বা চালু রাখা হয়েছে। ফলে নির্যাতীত, লাঞ্ছিত ও অধিকার হারা কোটি কোটি মানুষের বুক ফাটা আর্তনাদে পৃথিবীর আকাশ বাতাস হয়ে উটেছে ভীষণ ভাবে বিষাক্ত ও বেদনার্ত।

সুদূর অতীতের সেই অন্ধকার যুগে অর্থাৎ ইতিহাসের ভাষায় যে যুগকে 'বর্বর যুগ' বলা হয়ে থাকে সেই যুগে এইসব অত্যাচার নির্যাতন বা মানবতা বিরোধী কার্যকলাপ অনুষ্ঠিত হওয়ার পশ্চাতে

www.pathagar.com

কিছুটা যুক্তি হয়তো খুঁজে পাওয়া যাবে এবং সে সব কার্যকলাপকে "অসভ্য বা বর্বরদিগের কার্যকলাপ" বলে উপেক্ষা করারও কিছুটা সুযোগ হয়তো রয়েছে।

কিন্তু বর্তমানে শিক্ষা-সভ্যতা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, সংস্কৃতি-স্বাধীনতা, মহত্ত্ব-মানবতা বোধ প্রভৃতির ক্ষেত্রে এত উন্নতি-অগ্রগতি সাধনের পরেও দুর্বলের উপরে সবলের সেই বর্বরযুগীয় অত্যাচার নির্যাতন চালু থাকার পশ্চাতে কোন যুক্তি খুঁজে পাওয়া বা সে কাজকে বর্বরযুগীয় কাজ বলে উপেক্ষা করার সামান্যতম সুযোগও থাকতে পারে না।

অথচ অত্যন্ত বেদনা ও হতাশার সাথে আমরা লক্ষ্য করে চলেছি যে—এক দিকে সভ্যতা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, মানবতাবোধ প্রভৃতির ক্ষেত্রে চরম উন্নতি সাধনের দাবী করা হচ্ছে; অন্যদিকে দুর্বলের উপরে সবলের অত্যাচারকেও সেই বর্বর যুগের তুলনায় অনেক বেশী ব্যাপক, অনেক বেশী মারাত্মক এবং অনেক বেশী ভয়াবহ করে তোলা হয়েছে।

এমতাবস্থায় উন্নতি অগ্রগতির এই দাবীকে চরম ভন্ডামী এবং দুর্বলের উপরে সবলের এই অত্যাচার নির্যাতনকে চরম বর্বরতা ছাড়া আর কিছু বলার সুযোগই আমরা পাই না।

অবস্থা দৃষ্টে একথা মনে হওয়াই স্বাভাবিক যে বর্তমানের এই চরম বর্বরতাকে সুকৌশলে চালিয়ে যাওয়ার গরজেই উন্নতি-অগ্রগতি, ও সভ্যতা-সংস্কৃতির নামে এই চরম ভন্ডামীর আশ্রয় নেয়া হয়েছে।

কারো কারো কাছে এই মন্তব্য শ্রুতিকটু, বিরক্তিকর এমন কি ক্রোধোদ্দীপক বলেও বিবেচিত হতে পারে। কিন্তু সেজন্য আমরা শুধু দুঃখ প্রকাশই করতে পারি, কারণ ঃ

ক) নিজেকে 'গণতন্ত্রের' অতন্দ্র প্রহরী, মানবতার একনিষ্ঠ সেবক, বিশ্ব শান্তির অগ্রদূত, স্বাধীন বিশ্বের কর্ণধার প্রভৃতি বলে মুহুর্মুহু প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে এমন দেশের অভ্যন্তরে দৃষ্টিপাত করলে যখন দেখা যায়—

o শুধু কৃষ্ণাঙ্গ হওয়ার অপরাধে (!) সে দেশের কোটি কোটি মানুষ কুকুর বিড়ালের চেয়েও হেয়, ঘৃণিত বলে বিবেচিত হচ্ছে।

www.pathagar.com

০ শুধু কৃষ্ণাঙ্গ হওয়ার অপরাধে (!) সে দেশের কোটি কোটি মানুষকে হোটেল, রেস্তোঁরা, ক্লাব, পাঠাগার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, প্রেক্ষাগৃহ, সাধারণ পরিবহন এমন কি পবিত্র উপাসনালয়ে প্রবেশাধিকার দেয়া হচ্ছে না বরং সেই অধিকার টুকু দাবী করার কারণে অনেককে শুধু ভীষণ ভাবে লাঞ্ছিত অপমানিতই নয় বরং বহু ক্ষেত্রে গুপ্ত হত্যার বলিও হতে হয়েছে।

০ এইসব উন্নত দেশ সমূহের জন-জীবনে একদিকে সম্পদ ও বিলাসের সীমাহীন উল্লাস আর অন্যদিকে বেকার, ভিক্ষুক, পুষ্টিহীন, রোগাজীর্ণ কোটি কোটি মানুষের বুক ফাটা আর্তনাদ প্রভৃতি যখন দেখতে পাই তখন ভিন্ন মন্তব্য করার কোন পথই পাওয়া যায় না।

খ) গণতন্ত্রের অন্যতম প্রধান সেবক, মানবাধিকারের বিশিষ্টতম প্রবক্তা, প্রাচীনতম সভ্যতা ও সংস্কৃতির একনিষ্ঠ ধারক এবং বাহক বলে প্রচারনাকারী কোন দেশে যখন কোটি কোটি মানুষকে বংশ পরম্পরাক্রমে দাস, হরিজন, সংকর, প্রতিলোম, অন্ত্যজ, ছোট জাত প্রভৃতি আখ্যা দিয়ে চির পদানত করে রাখতে এবং কুকুর শৃগালের চেয়েও হীন বলে ঘৃণা করতে দেখি তখনও উপরোক্ত মন্তব্য ছাড়া অন্য কোন মন্তব্য করার ভাষাই আমরা খুঁজে পাই না।

গ) অনুরূপ ভাবে গণতন্ত্রের পাদপীঠ, মানবাধিকারের সূতিকাগার, সভ্যতার লীলাভূমি, বিশ্ব শান্তির মধ্যমনি-প্রভৃতি বলে বহুল ভাবে প্রচারিত কোন দেশে যখন ভয়াবহ বর্ণ ও ধর্ম দাঙ্গায় শত শত মানুষকে নিহত-ক্ষতিগ্রস্থ হতে দেখি, যখন দেখি সেই দেশের ঔপনিবেষিক শাসন ও শোষণের যাঁতাকলে কোটি কোটি মানুষ নিষ্পেষিত নিপীড়িত হয়ে চলেছে, লক্ষ লক্ষ বেকার কর্মহীন ভব ঘুরে আর লক্ষ লক্ষ অভাব দুর্বৃত্তের আর্তনাদ আস্ফালন প্রভৃতি যখন চোখে পড়ে তখনও আমরা সে দেশ সম্পর্কেও কোন নমনীয় ও শোভনীয় মন্তব্য প্রকাশের ভাষা খুঁজে পাই না।

ঘ) অনুরূপ ভাবে যাবতীয় স্বৈরাচার ও শাসন শোষণের ধ্বংস

www.pathagar.com

স্তূপের উপরে শোষিতের গণতন্ত্র বা সর্বহারার স্বর্গরাজ্য গড়ার ওয়াদা-বদ্ধ দেশগুলিতে যখন মানবতাকে টুঁটিটিপে হত্যা করতে দেখি এবং যখন দেখি যে উক্ত দেশটি অন্য দেশের গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা রক্ষার অজুহাতে সর্বশক্তি নিয়ে সেই দেশের উপরে ঝাপিয়ে পড়েছে এবং শিশু-নারী-আবাল-বৃদ্ধ-নির্বিশেষে কোটি কোটি নির্দোষ নিরপরাধ ও শান্তি প্রিয় মানুষকে নির্বিচারে হত্যা করে চলেছে এবং যখন দেখি যে ত্রাণ কর্তার ছদ্ম বেশে সেই আক্রান্ত দেশকে চরিত্রহীনতা, যৌনব্যাধি বেকারত্ব, পঙ্গুত্ব ও হাজার হাজার জারজ সন্তান উপহার দিচ্ছে তখনও এসব কাজকে চরম ভন্ডামী ও চরম বর্বরতা ছাড়া আর কিছুই বলার সুযোগ আমরা পাই না।

তবে এখানে বলে রাখা প্রয়োজন যে এতদ্বারা বর্তমানের উন্নতি অগ্রগতিকে অস্বীকার বা হেয় প্রতিপন্ন করা হচ্ছে না। বরং একথাই বুঝানোর চেষ্টা করা হচ্ছে যে বর্তমানের এই উন্নতি-অগ্রগতির দ্বারা আর যা-ই হোক মানবতা-বোধকে জাগ্রত ও জীবন্ত করে তোলা হয় নি এমন কি তেমন কোন উদ্যোগও গ্রহন করা হয়নি।

যদি তা করা হ'ত তবে একদিকে কতিপয় মানুষের শক্তি সম্পদ ও বিলাসের এমন সীমাহীন ছয়লাব আর অন্য দিকে কোটি কোটি মানুষের দুঃখ দৈন্য ও শোষণ বঞ্চনার এই মর্মান্তিক অবস্থার সৃষ্টি হত না ; এক দিকে ভক্তি ও শ্রদ্ধা সম্মানের এমন অবিশ্বাস্য ঢল আর অন্য দিকে লাঞ্ছনা অপমান ও শোষন বঞ্চনায় জর্জরীত কোটি কোটি মানুষের বুক ফাঁটা আর্তনাদে পৃথিবীর আকাশ বাতাস এমন ভাবে বিষাক্ত ভারাক্রান্ত হয়ে উঠতোনা।

কথায় কথায় অনেককেই তথা কথিত বর্বর যুগ ও মধ্যযুগীয় কার্য-কলাপের নিন্দা করতঃ আত্ম প্রসাদ লাভ এবং নিজদের দোষ ঢাকার ব্যর্থ-প্রচেষ্টা চালাতে দেখা যায়। কিন্তু তখন শিক্ষা-দীক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রভৃতির দিক দিয়ে যে অবস্থা বিরাজমান ছিল সে অবস্থায় তার চেয়ে উন্নত ধরনের কিছু করা যে তাদের পক্ষে সম্ভব-ই ছিল না নিন্দাকারীরা সে কথা ভেবে দেখেনা।

www.pathagar.com

এ নিয়ে বিস্তারীত আলোচনায় যিতে চাইনা, কারণ অতীতের দোষ ত্রুটিকে তুলে ধরে যারা আত্ম প্রসাদ লাভ করতে অথবা বর্তমানের সীমাহীন দৈন্যকে ঢেকে রাখতে বা অস্বীকার করতে চান তাদের সাথে আমরা ঐক্য মত পোষণ করি না।

বরং নিজেদের ত্রুটি-বিচ্যুতিকে অকপটে স্বীকার করে নিয়ে যথাযোগ্য ভাবে তার প্রতিকার প্রতিবিধানে সর্ব শক্তি নিয়োগ করার মধ্যেই প্রকৃত কল্যাণ ও শান্তি নিহীত রয়েছে বলে আমরা মনে করি।

অতএব এত উন্নতি অগ্রগতির পরেও বিশ্বের কোটি কোটি দুখী মানুষ যে সেই উন্নতি অগ্রগতির ছোঁয়াও পায় নি বরং তাদের দুঃখ-দৈন্য, লাঞ্ছনা-অপমান, অপুষ্টি, অধিকার হীনতা প্রভৃতি যে অতীতের তুলনায় হাজার হাজার গুণে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং পেয়ে চলেছে এই সত্য কথাটিকে অকপটে স্বীকার করে নিয়ে চলুন আমরা আমাদের মূল বক্তব্যে ফিরে যাই।

এখানে প্রশ্ন জাগা খুবই স্বাভাবিক যে পৃথিবীর কোন ধর্ম, ধর্ম বিশ্বাসী কোন মানুষ, কোন দেশের আধুনিক রাষ্ট্রীয় সংবিধান এবং কোন বিবেকবান মানুষই যদি দুর্বলের উপরে সবলের অত্যাচার হোক এটা না চায়, সে কাজকে মনে প্রাণে ঘৃণা করে ও তা থেকে সর্বতোভাবে দূরে থাকে তা হলে আবহমান কাল ধরে কেন এবং কি ভাবে এই অত্যাচার নির্যাতন অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে? আর কেন ইহা জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে পাল্লা দিয়ে এই অত্যাচার নির্যাতনের মাত্রা এবং পরিমান দিম দিন অবিশ্বাস্য গতিতে বেড়েই চলেছে?

বলা অবশ্যক যে এ সব প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করা এবং আগ্রহী পাঠক দিগের সম্মুখে তত্ত্ব ও তথ্যাদি সহকারে তা তুলে ধরাই এই পুস্তক লিখার উদ্দেশ্য। পরবর্তী নিবন্ধ গুলিতে এ সম্পর্কীয় তত্ত্ব ও তথ্যাবলী তুলে ধরা হবে।

বিষয়টি যে অত্যন্ত জটিল, অতীব গুরুত্ব পূর্ণ এবং সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ ভাবে স্পর্শ-কাতরও সে কথা খুলে বলার অপেক্ষা রাখেনা। মনে রাখতে হবে—বিশ্বের দুর্বল, অসহায়, লাঞ্ছিত-অপমানিত এবং

www.pathagar.com

অধিকার হারা কোটি কোটি মানুষের বুক ফাটা আর্তনাদ এর সাথে জড়িত রয়েছে।

সাথে সাথে একথাও ভুলে যাওয়া চলবে না যে--দুর্বলের উপরে সবলের এই অত্যাচার যত অন্যায় অসঙ্গত এবং মানবতা বিরোধীই হোক—সুদীর্ঘ কাল যাবত চালু থাকার ফলে এই অত্যাচার নির্যাতন এবং তজ্জনিত আর্তনাদ হাহাকার প্রভৃতি সব কিছু প্রায় সকলের কাছেই সঙ্গত, স্বাভাবিক, গা-সহা এমন কি ধর্মানুমোদিত এবং অবধারিত বলে স্বীকৃত ও গৃহিত হয়ে পড়েছে।

অতএব হাজার হাজার বছরে যে বিষ বৃক্ষটি বংশ পরম্পরায় লালিত পালিত ও বর্ধিত হয়ে আজ বিরাট এক মহীরুহে পরিণত হয়েছে তাকে সমূলে উৎপাটিত করার কাজটি শুধু কঠিনই নয়—ভীষণ ভাবে বিপদজনকও। এমতাবস্থায় যিনি যা-ই বলুন এবং যা-ই ভাবুন সে দিকে ভ্রুক্ষেপ মাত্র না করে যে কোন মূল্যে এই বিষ-বৃক্ষের মূলোৎপাটনের দুর্জয় শপথ নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। আর সাথে সাথে মনটিকেও করে নিতে হবে—উদার, নিরপেক্ষ, সত্যানুসন্ধিৎসু এবং বিপ্লব ধর্মী।

দুর্বলের উপরে সবলের অত্যাচার যে আবাহমান কাল ধরেই চলে আসছে ইতিপূর্বে সেকথা বলা হয়েছে। অতএব বর্তমানের এই অত্যাচার নির্যাতন যে নূতন বা অভিনব নয় সেকথা নূতন করে বলার অপেক্ষারাখে না।

খোঁজ খবর নিলে দেখা যাবে যে বর্তমানের এই অত্যাচার নির্যাতনের সাথে সুদূর অতীতের সেই তথা কথিত বর্বর যুগের ঘনিষ্ট সম্পর্ক রয়েছে অর্থাৎ অতীত ও বর্তমান একই সূত্রে গাথা এবং যে মন-মানসিকতা বা ধারণা-বিশ্বাস থেকে এর উদ্ভব ঘটেছিল হাজার হাজার বছর পরে আজও এর অনুষ্ঠাতাদিগের মধ্যে সেই একই মন-মানসিকতা বা ধারণা বিশ্বাস বিদ্যমান রয়েছে।

এ নিয়ে বিস্তারীত আলোচনার সুযোগ এখানে নেই। শুধু আলোচনার সুবিধার জন্যে অতীতের কিছুটা আভাস নিম্নে তুলে ধরা যাচ্ছে ঃ

www.pathagar.com

অতীতের কথা

প্রাচীন কালের বিভিন্ন নিদর্শন, বংশানুক্রমিক ধারণা বিশ্বাস ও আচরাচরণ, বিভিন্ন ধর্ম গ্রন্থের বর্ণনা-বিবৃতি, কিংবদন্তী, জনশ্রুতি প্রভৃতি নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা ও চিন্তা গবেষণা করতঃ প্রত্ন তাত্ত্বিক ও পুরাতাত্ত্বিকগণ যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন মোটামুটি ভাবে তা হ'ল—

০ স্থায়ীভাবে বসবাস ও সমাজ ব্যবস্থা গড়ে' উঠার পূর্বে মানুষ ভিন্ন ভিন্ন নেতা বা সর্দারের অধীনে ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে খাদ্য সংগ্রহের অভিযান চালিয়ে গিয়েছে।

০ এই অবস্থায় যে দল শক্তিশালী সে দল অপেক্ষাকৃত দুর্বল দলকে আক্রমণ করতঃ তাদের খাদ্য-শস্যাদি কেড়ে নিয়েছে এবং বিজিত-দিগের উপরে অকথ্য অত্যাচার নির্যাতন চালিয়েছে।

০ পরবর্তী সময়ে কোন কোন দল যখন খাদ্যোৎপাদনের পদ্ধতি উদ্ভাবন করতঃ স্থায়ীভাবে বসবাসের সূচনা করেছে তখনও যে যাযাবর দলগুলো এইসব স্থায়ী বাসিন্দাদিগের খাদ্য শস্য, পশুপাল, চারণ ভূমি প্রভৃতি কেড়ে নেয়ার জন্যে অতর্কিতে আক্রমণ চালিয়েছে বেদের ভাষায় ওসব আক্রমণকারীদিগকে বলা হয়েছে দস্যু, অসুর প্রভৃতি।

এই আক্রমন থেকে রক্ষা পাওয়া এবং শত্রুদিগের উপরে জয় লাভে সহায়তা করার জন্যে তারা যে ইন্দ্র, বরুণ প্রভৃতির উদ্দেশ্যে প্রার্থনা বাণী উচ্চারণ ও সোম রসাদি বিভিন্ন ভোগ ভেট উৎসর্গ করেছে বেদ মন্ত্র থেকে তার ভুরি ভুরি প্রমাণ পাওয়া যায়।

০ এর পরবর্তী পর্যায়ে নগর এবং নগর-ভিত্তিক সভ্যতা গড়ে' উঠে; তারপরে ক্রমে ক্রমে রাজতন্ত্রের উদ্ভব দেখতে পাওয়া যায়।

০ নগর সভ্যতা এবং রাজতন্ত্রের উদ্ভব মানব সভ্যতার ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ হলেও এখানে তা' নিয়ে আলোচনার কোন প্রয়োজন নেই। এখানে যা প্রয়োজন তা' হ'ল : সুদূর অতীতের যাঁরা রাজতন্ত্রের উদ্ভব ঘটিয়েছিলেন কোন বিশেষ ধারণা বিশ্বাস সেদিন একাজে তাদের মনে প্রেরণা ও উৎসাহ সৃষ্টি করেছিল তা নির্ণয় করা।

www.pathagar.com

প্রত্ন-তাত্ত্বিক নিদর্শনাবলী, প্রাচীন কালের ইতিহাস, ধর্মগ্রন্থ প্রভৃতি থেকে রাজতন্ত্রের যে পরিচয় আমরা পেয়ে থাকি তা হ'ল—"লাঠির জোরে মাটি দখল করা" এবং সেই লাঠিরই জোরে দখলকৃত এলাকার উপরে নিজ নিজ প্রভুত্ব ও কর্তৃত্বকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা।

এই রাজতন্ত্রের ভিন্ন এবং উন্নত বলে পরিচিত যে রূপের সন্ধান আমরা পাই তা হলঃ যাদের লাঠির জোর বেশী বীর এবং দিক বিজয়ী রূপে তারা আশেপাশের অপেক্ষাকৃত দুর্বল রাজ্য গুলির উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে সেগুলিকে দখল করে নিয়ে রাজাধীরাজ, রাজচক্রবর্তী, সম্রাট, শাহান শাহ্, জার, কাইজার, ইম্পেরার প্রভৃতি যে কোন একটা পদবি গ্রহন ও "জনগণমন অধিনায়ক," জনতার "ভাগ্য বিধাতা প্রভৃতি রূপে বংশানু ক্রমিক ভাবে জগদ্দল পাথরের মতো জনতার উপরে চেপে বসেছে।

সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশ বাদ, সামন্তবাদ, একনায়কত্ব বাদ, স্বৈর তন্ত্র, স্বেচ্ছাতন্ত্র প্রভৃতির নির্দয় শাসন ও নির্মম শোষণের যাঁতা কলে জনগণ কিভাবে হাজার হাজার বছর ধরে নিষ্পিষ্ট-নিপীড়িত হয়েছে ইতিহাসের পাতায় তার উল্লেখ আমরা দেখতে পাই।

দুর্বল ও অসহায় মানুষদিগের দুঃখ-দুর্দশা এবং অত্যাচার নির্যাতনের কথা নিয়ে আর অগ্রসর হ'তে চাই না। এসব তো আমাদের সকলের চোখের সম্মুখেই রয়েছে সুতরাং নূতন করে বলার অপেক্ষা রাখে না।

সুধী পাঠক বর্গের অবশ্যই স্মরণ আছে যে, এই রাজতন্ত্রের উদ্ভাবকদিগের মনের খবর অর্থাৎ কোন ধারণা বিশ্বাসের উপরে ভিত্তি করতঃ তারা এই তন্ত্রের উদ্ভব ঘটিয়েছিলেন সেকথা জানাই আমাদের এই আলোচনার উদ্দেশ্য। একটু চেষ্টা করলে সুধী পাঠক বর্গ এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকেই তাদের মনের এই খবরটি জানতে পারেন বলে আশা করি।

তবে খুব বেশী চেষ্টার প্রয়োজন হয়তো হবে না। কেননা, "এই পৃথিবীটার প্রভু বা মালিক বলতে কোন কিছুর অস্তিত্ব নাই; লাঠির

www.pathagar.com

জোরে যে ব্যক্তি ইহার যতখানি দখল করতে পারে সে ব্যক্তিই ততখানির মালিক হয়ে যায়" এই ধারণা বিশ্বাসের উপরে ভিত্তি করেই যে রাজতন্ত্রের উদ্ভব ঘটানো হয়েছিল তাদের কার্যকলাপ থেকে সেটা দিবালোকের মতো সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

এখানে বিশেষ ভাবে মনে রাখা প্রয়োজন যে শুধু এঁরা-ই নন; ভিন্ন ভিন্ন রং এবং পোষাকে সজ্জিত এই শ্রেণীর আরো বহু দল রয়েছে যারা দুর্বল জন-সাধারণের উপরে নিজ নিজ প্রভুত্ব-কর্তৃত্ব এবং শোষণ নির্যাতন চালিয়ে তাদের বুক ফাঁটা আর্তনাদের কারণ ঘটিয়েছে এবং ঘটিয়ে চলেছে। তবে লাঠির জোরের পরিবর্তে এদের কেউবা অর্থ, কেউবা বুদ্ধি, আর কেউবা শঠতা-ষড়যন্ত্র অথবা অন্য কিছুর জোরে তাদের এ কাজ চালিয়ে গিয়েছে এবং চালিয়ে যাচ্ছে।

এখানে স্বাভাবতঃই প্রশ্ন জাগে যে কোন ধর্ম, ধর্ম বিশ্বাসী কোন ব্যক্তি, আধুনিক কালের কোন রাষ্ট্রীয় সংবিধান, এবং কোন বিবেকবান মানুষ যদি দুর্বলের উপরে সবলের এই অত্যাচারকে সমর্থন না করেন এমন কি কোন মানুষের কারো দ্বারা অন্যায় ভাবে তিল পরিমাণে অত্যাচারীত হওয়াকেও অতি জঘন্য এবং মানবতা বিরোধী বলে ঘৃণা করেন তবে সেকাজ আবাহমান কাল যাবত এমন অব্যাহত ভাবে সারা পৃথিবীতে কেমন করে চলে রয়েছে?

বলা বাহুল্য এর ভিন্ন ভিন্ন বহু কারণ রয়েছে এবং সেগুলি এমনই জটিল যে তা নিয়ে বিস্তারীত আলোচনা এখানে কোন ক্রমেই সম্ভব হতে পারেনা। অতএব সুধী পাঠকবর্গের অবগতির জন্য পরবর্তি নিবন্ধে সে সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছুটা আলোকপাত করা হবে।

অতীত ও বর্তমান

হাজার হাজার বছর পরের মানুষ আমরা। আমরা যদি বর্তমান অবস্থার পর্যালোচনা করি তা হলে দেখতে পাবো যে এই শ্রেণীর মানুষদিগের মধ্যে অতীতের সেই "লাঠি যার মাটি তার" এই ধারণা-বিশ্বাস শুধু বহাল তবিয়তে বিদ্যমান থাকেনি অবস্থা আরো কঠিন, আরো

www.pathagar.com

ব্যাপক এবং আরো সর্বনাশা আকার ধারণ করেছে। দু'চারটি বাস্তব উদাহরণ তুলে ধরা হলে বিষয়টি সকল শ্রেণীর মানুষের কাছে সহজ-বোধ্য হবে বলে আশা করি ঃ

০ অতীতের লাঠি আজ বিশ্ব-বিধ্বংশী মারণাস্ত্রে পরিবর্তিত হয়েছে। ক্ষেত্র বিশেষে সেই বিশ্ব-বিধ্বংশী মারণাস্ত্র, অভিনব কলা-কৌশল, শঠতা-ষড়যন্ত্র প্রভৃতি ক্ষেত্র বিশেষে প্রচার যুদ্ধের মাধ্যমে সংগৃহিত জনশক্তি, কিংবা অন্য কোন বলের জোরে মাটি দখলের কাজ অব্যাহত রাখা হয়েছে এবং দখলকারী নিজেকে বা নিজদিগকে সেই দখলিকৃত এলাকার মালিক, প্রভু, সার্বভৌম ক্ষমতার একচ্ছত্র অধিকারী এবং দন্ডমুন্ডের কর্তা বলে দাবী করে চলেছে।

লক্ষ্যণীয় যে, মালিকানা এবং সার্বভৌমত্বের অধিকারী হওয়ার ধারণা-বিশ্বাস থাকার কারণেই দখলকারীগণ যাঁর যেমন ইচ্ছা এক একটা আইন বা বিধি-বিধান প্রনয়ন করতঃ যদৃচ্ছ ভাবে রাষ্ট্র-পরিচালনা করে চলেছেন; আবার অপেক্ষাকৃত বলশালী অন্য জন বা অন্যদল সেই প্রভুত্ব, মালিকানা এবং সার্বভৌমত্বকে কেড়ে নিয়ে নিজের বা নিজেদের ইচ্ছা-মত ভিন্ন ধরনের আইন বা বিধি-বিধান প্রনয়ন ও প্রবর্তনের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন।

০ অতীতের তথা কথিত বর্বরযুগ এমন কি মধ্য যুগেও বীরের সাথে বীরের যুদ্ধ হয়েছে, ব্যাপক ও ভয়াবহ যুদ্ধের জন্য লোকালয় থেকে বহু দূরবর্তি কোন মাঠ ময়দানকে যুদ্ধ ক্ষেত্র হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। ফলে সাধারণ ও শান্তি প্রিয় মানুষের ক্ষতি গ্রস্থ হ'ত না, আর হ'লেও তার মাত্রা এবং পরিমাণ ব্যাপক ও ভয়াবহ হ'ত না।

আর বর্তমানের এই সুসভ্য হওয়ার দাবীদার মানুষেরা আধুনিক ও ভয়াবহ অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে গোটা দেশের উপরে অতর্কীতে ঝাপিয়ে পড়ছে, নির্দোষি নিরপরাধ ও শান্তি প্রিয় মানুষ, তাদের বাড়ীঘর, সহায় সম্পাদ, সভ্যতা-সংস্কৃতি প্রভৃতিকে ধ্বংশ স্তুপে পরিণত করে চলেছে।

শুধু তা-ই নয়—গোটা দেশের উপরে মদ্যপান, ব্যভিচার, যৌন-ব্যাধি, দারিদ্র, হাহাকার, হাজার হাজার জারজ সন্তানের বোঝা এবং চিরন্তন দাসত্বের অভিশাপ চাপিয়ে দিচ্ছে।

www.pathagar.com

০ সুদূরের সেই অতীতে হাটে বাজারে গরু ছাগলের মতো মানুষ কিনা-বেচা হ'ত এবং সেই মানুষদিগকে দাসত্বে নিয়োগ করা হ'ত বলে আধুনিক যুগের মানুষেরা সে যুগের মানুষকে অসভ্য, বর্বর, মধ্য-যুগীয় প্রভৃতি বলে ঠাট্টা বিদ্রূপ বর্ষণ করে।

কিন্তু ভেবে দেখা হয়না যে তখন যাদিগকে দাস হিসাবে বিক্রয় করা হতো শুধু তারাই ব্যক্তিগত ভাবে দাস বলে বিবেচিত হ'ত; তাদের পিতা, মাতা, বংশ, গোত্র প্রভৃতির অন্য কেউ দাস বলে বিবেচিত ও ঘৃণিত হ'ত না—সমাজে অন্য স্বাধীন মানুষদিগের মতোই মর্যাদা লাভ করতো।

আর কোন দাস যদি মুক্তিপণ দিয়ে বা অন্যভাবে মুক্তি লাভ করতো তবে সে আর দাস বলে ঘৃণিত হ'ত না—স্বাধীন মানুষের মর্যাদায় ফিরে যেতো।

পক্ষান্তরে বর্তমানের শিক্ষিত, সভ্য, মানবতার একনিষ্ঠ সেবক হওয়ার দাবীদার মানুষেরা শক্তির দাপট বা ষড়যন্ত্র জাল বিস্তার করতঃ এক একটা দেশকে দাসত্ব শৃংখলে আবদ্ধ করে চলেছে; মহা শক্তিধারেরা নিজ নিজ বড়াই-বাহাদুর-লুণ্ঠন ও শোষণ চালিয়ে যাওয়া, নিজেদের "প্রভাব-বলয়"কে সম্প্রসারিত করা প্রভৃতি নানা দুরভি সন্ধির জন্য পৃথিবীর দুর্বল দেশগুলিকে--বিধ্বস্ত, পদানত ও দাসত্ব শৃংখলে আবদ্ধ করার কাজ অবলিলা ক্রমে চালিয়ে যাচ্ছে।

এ নিয়ে বিস্তারীত আলোচনার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। কেননা, এসব কথার কোনটি-ই যে মিথ্যা বা অতিরঞ্জিত নয় বরং বাস্তব এবং প্রত্যক্ষ্য শুধু ভূক্ত ভুগীরাই নয়—চোখ কাণ খোলা রয়েছে এমন ব্যক্তি মাত্রেরই সে কথা জানা রয়েছে।

এখন যে বিষয়টির প্রতি পাঠক বর্গের বিশেষ মনযোগ আকর্ষণ করতে চাই তা হ'লো ঃ

দুবল অসহায় ও শান্তি প্রিয় জনগণকে এই অত্যচার নির্যাতন থেকে রক্ষা করা এবং তাদের জন্মগত, ন্যায্য ও ন্যায়সঙ্গত অধিকারকে ফিরিয়ে পাওয়ার জন্যে সুদূরের সেই অতীতেও অনেক সংস্থা-সংগঠন গড়ে

www.pathagar.com

তোলা হয়েছিল বলে প্রমান পাওয়া যায়।

এ নিয়ে আন্দোলন, বিপ্লব, সভা-সম্মেলন এমন কি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ বিগ্রহ চলার বহু প্রমানও রয়েছে।

বর্তমানেও পৃথিবীর প্রতিটি রাজধানী শহর থেকে শুরু করতঃ প্রায় প্রতিটি শহর, বন্দর, গ্রাম, গঞ্জ প্রভৃতি এমন কি প্রতিটি কল কারখানা, সরকারী-আধা সরকার ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে ভিন্ন ভিন্ন নাম ও ভিন্ন ভিন্ন কর্মসূচী নিয়ে অসংখ্য সংস্থা-সংগঠন গড়ে' তোলা হয়েছে এবং অবিরাম ভাবে আন্দোলন ও অধিকার আদায়ের সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

আঞ্চলিক, আন্তর্জাতিক এবং বিশ্ব সংস্থার মর্যাদা দিয়ে যে সব প্রতিষ্ঠান গড়ে' তোলা হয়েছে তাদের সংখ্যাও মোটেই কম নয়। দেন-দরবার, বৈঠক, আলাপ-আলোচনা হুমকী-ধমকী, চুক্তি সম্পাদন প্রভৃতি ও অবিরাম অবিশ্রাম ভাবে চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

পরিণামে কোন সুফল যে দেখা যাচ্ছেনা বরং এই সব প্রচেষ্টাকে যত জোরদার করা হচ্ছে অত্যাচার নির্যাতন, অধিকার হরণ, অশান্তি, বিশৃংখলা প্রভৃতিও ততই সীমাহীন হয়ে গোটা পৃথিবীকেই যে নিশ্চিত ধ্বংশের সম্মুখীন করেছে চিন্তাশীল ও সুধী ব্যক্তিমাত্রই চরম শংকা ও ভীতির সাথে তা লক্ষ্য করে চলেছেন।

এটাকে মানবীয় প্রচেষ্টার চরম ব্যর্থতা ছাড়া আর কিছুইবে বা যেতে পারেনা যত নির্মমই হোক সে কথা অস্বীকার করার কে উপায়ই নেই। কিন্তু প্রশ্ন হ'ল—কেন এই ব্যর্থতা আর এ থে বাঁচার উপায়-ই বা-কি ?

গোড়ায় গলদ

মানব জীবনে সমস্যা আছে তার সমাধানও আছে, কিন্তু গোড়ায় রেখে ছোট বড় কোন সমস্যারই সমাধান হতে পারে না। সমস্যা বড় তার সমাধান প্রচেষ্টাও তত নিখুঁত, নির্ভুল, একনিষ্ঠ এবং

www.pathagar.com

শালী হতে হয়। অন্যথায় শুধু ব্যর্থতাই বরণ করতে হয় না, চরম খেশারত দিতে হয় এবং সমস্যাটিকেও অসমাধ্য করে তোলা হয়।

দুর্বল-অসহায় কোটি কোটি মানুষের উপরে শক্তি-মদ-মত্ত কতিপয় মানুষের এই সীমাহীন ও মর্মবিদারী নির্যাতনের অবসান ঘটানোর প্রচেষ্টা আবহমান কাল ধরে কেন এমন নির্মম ভাবে ব্যর্থ হয়ে চলেছে তার কারণ অবশ্যই খুঁজে বের করতে হবে।

ইতিপূর্বে এই কারণের অনুসন্ধান করা হয়নি বলে মনে করা হলে প্রচন্ড ভুল করা হবে। তবে বিশ্বাসযোগ্য তথ্য প্রমাণাদি থেকে যা জানা যায় তার উপরে ভিত্তি করতঃ অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বলা যেতে পারেযে গোড়ায় গলদ থাকার জন্যে এই কারণ অনুসন্ধানের যাবতীয় প্রচেষ্টাই অতি নিদারুণ ভাবে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও এই একই অবস্থার পুণরাবৃত্তি ঘটতে থাকবে।

এখানে স্বাভাবতঃই প্রশ্ন জাগে যে এই ব্যর্থতার কারণ অনুসন্ধান কারী সুধী মন্ডলী কেন সেই গলদের প্রতি দৃষ্টি পাত করলেন না? বা তাঁদের দৃষ্টি কেন সেই গলদের প্রতি নিপতীত হল না?

এই প্রশ্নের উত্তর হল—সুদূরের সেই অন্ধকার যুগ থেকে যে ধারণা-বিশ্বাস বংশানুক্রমিক ভাবে তাদের মন মস্তিস্ককে ভীষণ ভাবে আড়াষ্ট আচ্ছন্ন করে রেখেছে সেই ধারণা-বিশ্বাসের দ্বারা পরিচালিত হওয়ার কারনেই তাঁরা গলদকে গলদ বলে বুঝতে পারেননি এবং আজও পারছেন না।

আরো দুঃখ-জনক যে, কোন বিশেষ মহল কর্তৃক তাদের এই ধারণা বিশ্বাসের পরিবর্তন ঘটানোর প্রচেষ্টা গৃহিত হলেও তাদের কুপ-মুন্ডুকতা এবং ক্ষমতার মদ-মত্ততার কাছে সে প্রচেষ্টা পুণঃ পুণঃ ব্যর্থ ব্যহত হয়ে ফিরে এসেছে এবং আজও ফিরে আসছে।

আলোচনাকে আর দীর্ঘায়ীত না করে এবারে সেই গলদটির কথায় আসা যাক। "এই পৃথিবীটার প্রভু বা মালিক বলতে কোন কিছুর অস্তিত্ব বিদ্যমান নাই, লাঠির জোরে উহার যে যতখানি দখল করতে পারে সে-ই ততখানির প্রভু, মালিক, সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী, দন্ড-মুন্ডের কর্তা প্রভৃতি সব কিছু হয়ে যায়" এই ধারণা বিশ্বাসের উপরে

www.pathagar.com

ভিত্তি করেই যে রাজতন্ত্র, সৈরতন্ত্র, সামন্তবাদ, পুঁজিবাদ প্রভৃতির উদ্ভব ঘটানো হয়েছিল প্রসঙ্গের শুরুতেই সে কথা বলা হয়েছে।

মানুষ এই পৃথিবীর একান্তই অস্থায়ী বাসিন্দা, কখন কোন মুহূর্তে সব কিছু ফেলে সম্পূর্ণ রিক্ত হস্তে তাকে বিদায় নিতে হবে সে কথা সে জানে না; এখান থেকে কিছু নিয়ে যাওয়ার সাধ্য-শক্তিও তার নেই।

এমতাবস্থায় এখানকার কোন কিছুর মালিক, প্রভু, সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী, দন্ড-মুন্ডের কর্ত্তা প্রভৃতি কোন টা হওয়ার যোগ্যতা এবং অধিকার যে তার নেই—থাকতে পারে না সে কথা বুঝতে অনেক বিদ্যা বুদ্ধির প্রয়োজন হয় না।

এই মালিকানা, প্রভুত্ব এবং সার্বভৌমত্বের দাবী-ই গোড়ার গলদ এবং যাবতীয় অশান্তি, বিশৃংখলা, অত্যাচার, নির্যাতন, অপরের অধিকার হরণ, স্বৈরাচার, স্বেচ্ছাচার, দম্ভ, অহংকার প্রভৃতির মূল কারণ।

একথা ভেবে ভীষণ ভাবে আশ্চর্যান্বিত হতে হয় যে, ধর্ম-বিশ্বাসী হওয়ার দাবীদার মানুষেরাও অধিকাংশই মুখে মুখে একজন সৃষ্টিকর্তা, বিশ্বপ্রভু, সর্বশক্তিমান, এবং সার্বভৌম ক্ষমতার একচ্ছত্র অধিকারীর অস্তিত্বের কথা বলেন, তাঁর প্রতি ভক্তি-বিশ্বাস থাকার দাবীও করেন, ধর্মীয় আচারানুষ্ঠান পালনেও তাঁদের অনেককেই অগ্রণীর ভূমিকা পালন করতে দেখা যায় অথচ বিষয় সম্পদের অর্জন, অধিকার, বিলি-বন্টন এবং মালিকানাদাবীর বেলায় তাঁরাও লাঠির জোর ওয়ালাদের ভূমিকাই পালন করে থাকেন।

অতএব আমাদের সুস্পষ্ট অভিমত হল ঃ যতদিন গোড়ার এই গলদ দূর না হবে—**অর্থাৎ যতদিন এই বিশ্বের সকল স্তরের নকল মালিক এবং প্রভুদিগকে সম্পূর্ণরূপে উৎখাত করতঃ সেই আসল প্রভুর মালিকানা, প্রভুত্ব এবং সার্বভৌকত্বের কাছে পরিপূর্ণ আত্ম সমর্পন করা না হবে তত দিন যত কিছুই করা হোক পৃথিবীর অশান্তি, অসাম্য, লাঞ্ছনা, নিপীড়ন, এবং আর্তনাদ-হাহাকারের অবসান ঘটবে না—ঘটতে পারে না, কেন না—ঘটা সম্ভবই নয়।**

www.pathagar.com

জাতি ভেদের যাঁতাকলে

বিশ্বব্যাপী ছোট বড় এবং জাতীয় আন্তর্জাতিক প্রভৃতি বিভিন্ন পর্যায়ে এমন অসংখ্য অগণিত সংস্থা-সংগঠনের হাজার হাজার বছরের প্রচেষ্টা এমন নিদারুণভাবে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়ার কারণ স্বরূপ পূর্ববর্তি নিবন্ধে গোড়ায় গলদ থাকার কথা বলা হয়েছে। আলোচনার সুবিধার জন্যে আরো দু একটি কারণ সম্পর্কে নিম্নে দু' কথা বলা যাচ্ছে; তবে এগুলো মূল কারণ নয়—কারণের কারণ।

অত্যাচারীতদিগের চেয়ে অত্যাচারীদিগের সংখ্যা যে চিরদিনই খুবই কম বা অতি নগণ্য হয়ে থাকে তার বাস্তব প্রমাণ আমাদের চোখের সম্মুখেই রয়েছে। অথচ এই অতি নগণ্য সংখ্যকের কাছে কোটি কোটি মানুষ আবাহমান কাল ধরে এমন জঘন্য ভাবে মার খেয়ে চলেছে।

একথা ভেবে আশ্চর্যান্বিত হতে হয় যে, যত শক্তিশালীই হোক সংখ্যায় এরা অতি নগণ্য। অতএব লাঞ্ছিত, অত্যাচারিত কোটি কোটি মানুষের রুদ্র-রোষে যে কোন মুহূর্তে এদের শক্তির দম্ভ চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যেতে পারে, অথচ তা হয় না। এ না হওয়ার কারণ অত্যাচারীত জনগণ সংখ্যায় কোটি কোটি হলেও সংঘবদ্ধ নয়—সুসংগঠিতও নয়।

কেউ হয়তো প্রশ্ন করতে পারেন যে—যেখানে সারা বিশ্বে ভিন্ন ভিন্ন কর্মসূচী নিয়ে লক্ষ লক্ষ সংস্থা-সংগঠন গড়ে' তোলা হয়েছে সেখানে জনগণকে সংঘবদ্ধ ও সুসংগঠিত নয় বলা হচ্ছে কেন ?

সংক্ষেপে এই প্রশ্নের উত্তর হ'ল—ভাল করে খোঁজ খবর নিলে দেখা যাবে যে – এই সব ভিন্ন ভিন্ন সংস্থা সংগঠনের মাধ্যমে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জনগণকে পরস্পর বিবদমান বা অমৈত্রী-সুলভ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য-দল উপদলে বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন করে তোলা হয়েছে।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এসবের সংগঠক বা কর্মীরা নিজ নিজ সংস্থা-সংগঠনের প্রচার করতে গিয়ে কেউ বা প্রত্যক্ষ আর কেউ বা অপ্রত্যক্ষ ভাবে অন্য সংস্থা-সংগঠনগুলিকে হেয় বা কম গুরুত্বপূর্ণ বলে প্রচারণা চালিয়ে

অনেক ক্ষেত্রে শোষক-অত্যাচারীর দল নানা কারসাজি ও চাপ সৃষ্টির থাকে।

www.pathagar.com

মাধ্যমে এই সংস্থা-সংগঠনগুলিকে দুর্বল ও পরস্পর বিবদমান করতঃ নিজেদের স্বার্থ উদ্ধারের প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকে।

এসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংস্থা সংগঠনের যারা সংগঠক তাদের মধ্যেও অনেক ক্ষেত্রে সেই পরাতন ব্যাধি অর্থাৎ—নিজ নিজ প্রাধান্য-প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার মানসিকতা বিদ্যামান থাকার ফলেও সুফলের পরিবর্তে কুফলই জনগণকে ভোগ করতে হয় অনেক বেশী পরিমাণে।

কোন কোন ক্ষেত্রে এই সব সংস্থা-সংগঠনের সংগঠকেরা ইচ্ছায় অনিচ্ছায় বা ভুল বশতঃ শোষক অত্যাচারী শ্রেণীর ক্রীড়নকেও পরিণত হয়ে থাকে. ফলে পরিণাম কি হ'তে পারে সে কথা খুলে বলার অপেক্ষা রাখে না।

এইসব নির্যাতীত ও অধিকার-বঞ্চিত কোটি কোটি মানুষের মুক্তি ও সান্ত্বনা লাভের শেষ উপায় হল—ধর্ম। কোন ধর্মই যে কোন রূপ অন্যায় অবিচার এবং অত্যাচার নির্যাতন সমর্থন করে না বরং অত্যাচারী এবং অত্যাচারিত এ উভয়কেই প্রকৃত শান্তি ও কল্যান অর্জনের প্রেরণা ও পথ-নির্দেশ দিয়ে থাকে আলোচনার শুরুতেই সে কথা বলা হয়েছে।

ধর্ম যে পরম করুণাময় বিশ্ব প্রভুর এক অমর অবদান ধর্ম বিশ্বাসী ব্যক্তি মাত্রই অন্তরের সাথে সেকথা বিশ্বাস করেন। আর পরম করুণাময় বিশ্ব প্রভুর প্রদত্ব ধর্মীয় বিধান যে ভুল, পক্ষপাত দুষ্ট, অবিচার-মূলক এবং কারো পক্ষেই ক্ষতিকর হতে পারে না এ বিশ্বাসও ধর্মবিশ্বাসী ব্যাক্তি মাত্রেরই রয়েছে।

কিন্তু অতি নির্মম এবং অত্যন্ত শ্রুতি কটু শুনালেও একথা অস্বীকার করার কোন উপায়-ই নেই যে-সেদিক দিয়েও দুর্বল, অসহায় ও অত্যাচারিত জন-সাধারণকে অতি নিদারুণ ভাবে ব্যর্থ ও হতাশাগ্রস্থ হতে হয়েছে।

এই ব্যর্থতা এবং হতাশাগ্রস্থতার মূলে বহু কারণ ই যে রয়েছে সে কথা বলাই বাহুল্য। এখানে তা নিয়ে বিস্তারীত আলোচনা সম্ভব নয়। আর এই কারণ সমূহের প্রায় সবগুলি এমন বাস্তব এবং প্রত্যক্ষ যে তা নিয়ে বিস্তারীত আলোচনার কোন প্রয়োজনই হয় না। তথাপি অতি সংক্ষেপে সে সম্পর্কে কিছুটা আলোক পাত করা যাচ্ছে।

www.pathagar.com

o স্বৈরাচারী শক্তি এবং শাসক ও শোষক সম্প্রদায় নিজ নিজ স্বার্থে ধর্মকে ব্যবহার করতে গিয়ে নানা ভাবে তাকে বিকৃত ও অতিরঞ্জিত করেছে।

o অতিভক্ত, অন্ধভক্ত, ভাব-বিলাসী, পশ্চাৎপন্থী, কূপমন্ডূক প্রভৃতিরা ধর্মের প্রকৃত তাৎপর্য অনুধাবন করতে না পারার কারণে তাদের ধারণা-বিশ্বাস, চাল-চলন, আচারানুষ্ঠান প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন এমন কি ক্ষেত্র বিশেষে বিপরীত বা পরস্পর বিরোধী হয়ে গড়ে' উঠেছে। ফলে একই ধর্মের মধ্যে পরস্পর বিবদমান এবং কোন্দল পরায়ণ ভিন্ন ভিন্ন দল-উপদলের সৃষ্টি শুধু ধর্ম সম্পর্কেই জন-মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেনি অজ্ঞ অশিক্ষিত সাধারণ মানুষদিগকেও ভীষণ ভাবে প্রভাবিত ও ক্ষতিগ্রস্থ করেছে।

o কোন ধর্মের সাথে প্রত্যক্ষ ভাবে সংশ্লিষ্ট মহাপুরুষের তিরোধানের পরে কালক্রমে অযোগ্য বা কম যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ তাঁদের স্থলাভিষিক্ত হয়ে নিজেদের দুর্বলতাকে ঢেকে রাখার জন্যে নানা কূট-কৌশলে ধর্মকে নিজেদের কুক্ষীগত করে নিয়েছে এবং নিজেদের অনুকূলে ব্যবহারের জন্যে তাকে বিকৃত-অতিরঞ্জিত করেছে।

o সকল মানুষের শিক্ষা-দীক্ষা, জ্ঞান বুদ্ধি, প্রজ্ঞা-প্রতিভা, আবেগ-অনুরাগ প্রভৃতি সমান বা একইরূপ হয় না। ফলে কোন ধর্মের সাথে প্রত্যক্ষ ভাবে সংশ্লিষ্ট মহাপুরুষের তিরোধানের পরে কালক্রমে যখন সংশ্লিষ্ট ধর্মীয় বিধানের ব্যাখ্যা ভাষ্য প্রদানের দায়ীত্ব তাঁর ভিন্ন ভিন্ন ভক্ত বা স্থলাভিষিক্তদিগের উপরে অর্পিত হয়েছে তখন স্বাভাবিক কারণেই ওসব ব্যাখ্যা ভাষ্য সমূহ একই রূপ হ'তে পারেনি। ফলে এসব ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা ভাষ্যের দ্বারা জনমনে বিভ্রান্তি তো সৃষ্টি হয়েছেই উপরন্তু সংশ্লিষ্ট ধর্মীয় বিধানটির মৌলিকতাও প্রকারান্তরে ক্ষুণ্ণ-ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে।

o প্রাচীনত্ব, সংরক্ষণের ত্রুটি, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, যুগের পরিবর্তন, শত্রুর নাশকতা প্রভৃতি কারণে অতীতের বহু ধর্মগ্রন্থের মৌলিকতা যে ভীষণ ভাবে ক্ষুণ্ণ-ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে এমন কি কোন কোন-

www.pathagar.com

টির অস্তিত্বও যে রক্ষা করা যায়নি তার ঐতিহাসিক প্রমান বিদ্যমান রয়েছে। ফলে ওসবের দ্বারা প্রয়োজনীয় সুফল তো পাওয়া যায়-ই নি উপরন্তু এই সব মৌলিকতা হারা এবং 'ঠুটো জগন্নাথ" রূপী ধর্মীয় বিধানের বিদ্যমানতা ধর্ম সম্পর্কেই জনমনে নানা সন্দেহ ও অবিশ্বাসের সৃষ্টি করে দিয়েছে।

এ সম্পর্কে আমাদের চোখের সম্মুখে বিদ্যমান একটি বাস্তব উদাহরণকে তুলে ধরা যেতে পারে। উদাহরণটি হিন্দু সমাজের "জাতি বিভাগ' সম্পর্কীয়। ধর্মীয় বিধানের ভুল বা স্বকোপল কল্পিত ব্যাখ্যা ভাষ্যের কারনে কোটি কোটি মানুষ কিরূপে বংশানুক্রমিক ভাবে শুধু বঞ্চিত এবং অধিকার হারা-ই—নয় দাস, ছোটজাত, অন্ত্যজ, অস্পৃশ্য প্রভৃতি আখ্যা পেয়ে পশু অপেক্ষাও হীনতর জীবন যাপনে বাধ্য হয় ইহা তার-ই একটি জ্বলন্ত ও জীবন্ত উদাহরণ।

কেউ হয়তো প্রশ্ন করতে পারেন যে, সুদূরের সেই পুরানো কাসুন্দীকে ঘেঁটে আর কি লাভ হবে? উহা তো এখন প'চে, গলে' একেবারে বিষাক্ত ও দুর্গন্ধ যুক্ত হয়ে পড়েছে?

এই প্রশ্নের উত্তর হ'ল—যেহেতু সেই বিষাক্ত ও দুর্গন্ধ যুক্ত-কাসুন্দীর বিষ-ক্রিয়া আজও কোটি কোটি সহজ সরল মানুষের সর্বনাশ সাধন করে চলেছে এবং ভবিষ্যতেও করতে থাকবে অতএব ন্যায়-নীতি এবং মানবতার স্বার্থেই কোন বিবেকবান মানুষ এ নিয়ে চুপ থাকতে পারে না।

তাছাড়া কোন বিশেষ ব্যক্তি বা কোন বিশেষ দলের ভুল-প্রমাদ কিংবা স্বার্থান্বেষী পদক্ষেপের জন্য কোটি কোটি নির্দোষ নিরপরাধ মানুষ আবাহমানকাল যাবত ক্ষতিগ্রস্থ হবে এবং খেশারত দিয়ে যাবে এটাই বা কি করে সমর্থন যোগ্য হতে পারে?

অতএব আমাদের হাতে এ সম্পর্কীয় যেসব তথ্য প্রমানাদি রয়েছে সেগুলিকে সুধী, সজ্জন, চিন্তাশীল, ন্যায়-নিষ্ঠ ও মানব দরদী মানুষদিগের হাতে তুলে দেয়ার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও জনগোষ্ঠির শুভ বুদ্ধির উন্মেষ ঘটানোর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়াকে আমরা আমা-

www.pathagar.com

দের একটি বিশেষ নৈতিক দায়ীত্ব বলে মনে করি।

বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য যে, কারো ধর্ম-বিশ্বাস বা অনুভূতিতে সামান্যতম আঘাত দেয়ারও ইচ্ছা বা প্রয়োজন আমাদের নেই; শুধু সত্যকে সত্য করে তুলে ধরা এবং দাস, ছোটজাত, অন্ত্যজ, অসুচী রূপে ঘৃণিত, নির্যাতীত ও অধিকার হারা কোটি কোটি ভ্রাতা-ভগ্নির প্রতি সহানুভূতি প্রকাশের স্বাভাবিক প্রেরণা থেকেই আমরা এ কাজে এগিয়ে এসেছি। আশা করি আমাদের সম্পর্কে কোনরূপ ভুল ধারণা পোষণ করা হবেনা এবং আমাদের এই আবেদন নিবেদনকে সরল ভাবে ও উদারতার সাথে গ্রহণ করা হবে।

অতঃপর বিখ্যাত ধর্মগ্রন্থ "মহাভারত"-এর একটি শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত করা যাচ্ছে। আদিতে ভারতীয় আর্যদিগের মধ্যে যে কোন রূপ ভেদাভেদ, বর্ণ বৈষম্য প্রভৃতি ছিলনা এই শ্লোকটি তার প্রকৃষ্ট প্রমান বহন করছে। উক্ত শ্লোকটি হল—

"ন বিশেষোহস্তি বর্ণনাং সর্ব্বং ব্রহ্মমিদং জগৎ।
—মহাভারত, শান্তি পর্ব ৩৮৮ অ;

অর্থাৎ—যেহেতু বিশ্বের সব কিছুই ব্রহ্মময় অতএব আদিতে 'বর্ণ' বলতে কোন কিছুর অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিলনা।

শ্লোকটি এতই প্রাঞ্জল এবং সুস্পষ্ট যে কোন ব্যাখ্যা ভাষ্য তুলে ধরার প্রয়োজনই হয় না। সে যা হোক, আদিতে সকলেই যে এক বর্ণের মানুষ ছিলেন অর্থাৎ—মানুষে মানুষে কোনরূপ ভেদ-বৈষম্য যে ছিলনা এ থেকে তার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে।

পরবর্তী সময়ে বিশেষ ও অনিবার্য কারণ বশতঃ "বর্ণ বিভাগের" প্রয়োজন দেখা দেয়; হিন্দু ধর্মীয় গ্রন্থাবলীর অনেকগুলিতেই এই বর্ণ বিভাগের বিবরণ লিপিবদ্ধ রয়েছে। আসলে এতৎ সংক্রান্ত শ্লোকটি শ্রীমদ্ভাগবদগীতার একটি বিশেষ শ্লোক যা শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক উচ্চারিত হয়েছে। উক্ত শ্লোকটি হল ঃ

চাতুর্ব্বর্ন্যং ময়া সৃষ্টং গুণ কর্ম বিভাগশঃ।।
—শ্রী মদ্ভাগবদগীতা, ৩য় অঃ, ১০ শ্লোক ৯৩ পৃঃ।

www.pathagar.com

অর্থাৎ—গুণ এবং কর্মানুযায়ী আমি চারটি বর্ণের সৃষ্টি করিয়াছি। উক্ত চারটি বর্ণ যে যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়; বৈশ্য এবং শূদ্র শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেরই সেকথা জানা রয়েছে।

বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য যে "বৃ" ধাতু থেকে বর্ণ শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে। "বৃ" অর্থ বরণ করা। অর্থাৎ নিজ নিজ গুণ বা যোগ্যতানুযায়ী যিনি যে কাজকে বরণ করে নিতেন তিনি সেই বর্ণের মানুষ বলে বিবেচিত হতেন।

আসলে "বর্ণ বিভাগের" নামে এটা ছিল "কর্ম বিভাগ"। সংক্ষিপ্ত পটভূমিকা স্বরূপ সকলের জানা কথাটিকেই এখানে আবার নূতন করে বলতে হচ্ছে যে—সুদূর অতীতে সমাজের সকল সক্ষম ব্যক্তিকেই খাদ্য সংগ্রহের জন্য যাযাবর হিসাবে বন থেকে বনান্তরে এবং দেশ থেকে দেশান্তরে ছুটে বেড়াতে হ'ত। কাজেই গঠন-মূলক কোন কাজের কথা তখন চিন্তা করাই সম্ভব ছিলনা।

নিজস্ব প্রচেষ্টায় খাদ্যোৎপাদন পদ্ধতি উদ্ভাবিত হওয়ার পরে স্থায়ী ভাবে বসবাসের প্রয়োজন অনুভূত হয়; বাড়ী-ঘর নির্মাণ, খাদ্যোৎপাদন, সমাজ-গঠন, শত্রুর আক্রমন থেকে খাদ্যশস্য ও পশুপালকে রক্ষা করা প্রভৃতি বিভিন্ন মুখী কাজে জড়িয়ে পড়তে হয়।

এমতাবস্থায় সমাজের সক্ষম এবং যোগ্য ব্যক্তিদিগের উপরে তাদের যোগ্যতানুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন কাজের দায়ীত্ব অর্পন করা না হলে কিরূপ বিশৃংখলার সৃষ্টি হতে পারে সে কথা খুলে বলার অপেক্ষা রাখেনা। বলাবাহুল্য দায়ীত্ব অর্পনই যথেষ্ট নয়; কেননা যার উপরে দায়ীত্ব অর্পিত হ'ল তাকেও আগ্রহের সাথে এগিয়ে এসে সে দায়ীত্বকে বরণ করে নিতে হয়, অন্যথায় দায়ীত্ব অর্পনের দ্বারা কোন সুফলই আশা করা যেতে পারেনা। বলা বাহুল্য ইহাই "বর্ণ" শব্দের তাৎপর্য্য।

বর্ণ বিভাগ যে আসলে কর্ম বিভাগ আমাদের পরবর্তী আলোচনা থেকে সে কথা সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে বলে আশা করি। তবে এ সম্পর্কে নূতন করে বলার কোন অবকাশই নেই, কেননা বিষয়টি শিক্ষিত ব্যক্তি

www.pathagar.com

মাত্রেরই জানা রয়েছে।

তথাপি আলোচনার স্বার্থে বলতে হচ্ছে যে—তদানিন্তন কালে যারা শিক্ষিত, জ্ঞানী, ধর্মভীরু, বুদ্ধিমান, এবং সকলের শ্রদ্ধাভাজন অন্য কথায় সমাজের "মুখপাত্র" স্বরূপ ছিলেন সমাজের শিক্ষা-দীক্ষা, ধর্ম-কর্মের পরিচালনা, সমাজ গঠন প্রভৃতি কাজগুলিকে তাঁরাই বরণ করে নিয়েছিলেন। এই বিশেষ শ্রেণীটিকে যে "ব্রাহ্মণ বর্ণ" বলে চিহ্নিত করা হয়েছিল শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেরই সে কথা জানা রয়েছে।

বীর, সাহসী, যোদ্ধা, অন্য কথায় দৈহিক শক্তি বা "বাহুবলের" যারা অধিকারী ছিলেন শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ এবং দেশ রক্ষার কাজকে বরণ করতঃ তাঁরা ক্ষত্রিয় বর্ণ বলে চিহ্নিত হয়েছিলেন।

যারা ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা, পশুপালন, সুদ গ্রহণ প্রভৃতি কাজে দক্ষতা সম্পন্ন এবং পদ ব্রজে হেটে হেটে এসব কাজ করার মতো শক্তিশালী উরু দেশের অধিকারী ছিলেন তারা যে উক্ত কাজকে বরণ করে নিয়ে "বৈশ্যবর্ণ" বলে পরিচিত হয়েছিলেন আশা করি সে কথাও সকলের জানা রয়েছে।

আর তিন বর্ণের কাজে সাহায্য সহযোগীতা দানের কাজকে যারা বরণ করে নিয়েছিলেন তাঁদিগকে শূদ্র বর্ণের মানুষ বলে চিহ্নিত করা হয়েছিল। এর পরে প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল যে—এদের বংশধর-দিগের যারা নিজ নিজ পৈত্রিক বৃত্তি সম্পাদনের মতো যোগ্যতা বা মন-মানসিকতার অধিকারী হবে না তাদের অবস্থা কি হবে ?

বলা বাহুল্য এই প্রশ্নেরও অতিসুন্দর সমাধানের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। স্থীরিকৃত হয়েছিল যে, তেমন অবস্থায় প্রত্যেকে নিজ নিজ যোগ্যতা এবং ইচ্ছা ও অনুরাগ অনুযায়ী উপরোক্ত বর্ণ চতুষ্টয়ের যে কোন একটিকে বরণ করে নিয়ে সেই বর্ণের অন্তর্ভূক্ত হ'তে পারবেন।

এই ব্যবস্থানুযায়ী দীর্ঘকাল যাবত বর্ণ পরিবর্তণের কাজ চালু থাকার ভুরি ভুরি প্রমান বিদ্যমান রয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ ছন্দোগ্য উপনিষদ, মহাভারত প্রভৃতির বর্ণনাকে এখানে তুলে ধরা যেতে পারে।

০ অজ্ঞাত কুলশীল 'জাবালা' কর্তৃক ব্রাহ্মণ বর্ণ বরণ করার কথা

www.pathagar.com

উক্ত উপনিষদ থেকে আমরা জানতে পারি।

০ ক্ষত্রিয় বর্ণের বিশ্বামিত্র এবং চন্ডাল মাতঙ্গ ঋষির ব্রাহ্মণ বর্ণ বরণের কথা মহাভারতে সুস্পষ্ট রূপে বর্ণিত রয়েছে।

০ শুধু একটি দু'টি নয়; ক্ষত্রিয় পুত্র গৃৎসমদ, শুনক, বীতহব্য, বৎস, কন্ব, মুদগল, গর্গ, হারিত, দেবল, শালঙ্কায়ন, বাস্কল প্রভৃতিরা ক্ষত্রিয় বর্ণ পরিত্যাগ করতঃ ব্রাহ্মণ বর্ণ বরণ করে নিয়েছিলেন বলে প্রমান বিদ্যমান রয়েছে।

০ শাক্য সিংহের পিতা গৌতম, ত্রয্যারুণ, পুষ্করিণ, বলি, সিন্ধুদ্বীপ, দেবাপি প্রভৃতিরাও যে ক্ষত্রিয় বর্ণ ছেড়ে ব্রাহ্মণ বর্ণে উন্নীত হয়েছিলেন সে প্রামানও বিদ্যমাণ থাকতে দেখা যায়।

০ অনুরূপ ভাবে শূদ্রার গর্ভজাত কক্ষীবৎ, তুর, ঐলুষ প্রভৃতিরাও ব্রাহ্মণ বর্ণ বরণ করতঃ অন্যান্য ব্রহ্মণদিগের সাথে একাকার হয়ে গিয়েছিলেন।

—বৈদ্যবর্ণ বিনির্ণয়, সমাজ সংস্থান, ১৬৭ পৃং দ্রষ্টব্য।

বর্ণ বা কর্ম বিভাগের এই ব্যবস্থাটি যে কত সুন্দর এবং অনবদ্য ছিল সে কথা ভাবতেও মন এই ব্যবস্থার উদ্ভাবকদিগের প্রতি শ্রদ্ধায় আপ্লুত হয়ে পড়ে। একথা প্রায় সকলেরই জানা রয়েছে যে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময়ে যুদ্ধ-রত অর্জুন এবং তাঁর রথের সারথী শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে অনুষ্ঠিত কথোপকথনকে শ্রীমদ্ভাগবদগীতায় লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল এখন থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বে।

এখন থেকে পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বে যাঁরা এমন সুন্দর একটি ব্যবস্থা প্রবর্তনে সক্ষম হয়েছিলেন জ্ঞান, প্রজ্ঞা, সভ্যতা, সংস্কৃতি প্রভৃতির ক্ষেত্রে তাঁরা যে কতখানি উন্নত ছিলেন সেকথা ভেবে আমরা শুধু বিস্ময়েই অভিভূত হই না—গর্বও বোধ করি এবং তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধায় আমাদের মন ভরে উঠে।

কিন্তু অতীব বেদনার সাথে বলতে হচ্ছে যে শেষ পর্যন্ত এমন সুন্দর ব্যবস্থাটি টিকে থাকতে পারেনি। কেন পারেনি সেকথা বললে কেউ

www.pathagar.com

কেউ মনঃক্ষুণ্ণ হতে পারেন। কিন্তু তাঁরা মনঃক্ষুণ্ণ হলেও লাঞ্ছিত, অধিকার হারা এবং আর্তনাদ-মুখর কোটি কোটি মানুষের স্বার্থে সেকথা এখানে না বলে পারা যাচ্ছে না।

তবে স্থিরপ্রাজ্ঞ, বিবেকবান এবং প্রকৃত ধর্মভীরু ব্যক্তিমাত্রই যে আমাদের এই অভিমতকে সর্বতোভাবে সমর্থন করবেন সে বিশ্বাস আমাদের রয়েছে।

তাছাড়া আজ থেকে প্রায় চার হাজার বছর পূর্বে যিনি বা যারা ভুল-প্রমাদ অথবা স্বার্থপরতার কারণে কোটি কোটি নির্দোষ-নিরপরাধ মানুষকে বংশ পরম্পরা ক্রমে এমন ভাবে চিরন্তন কালের জন্য লাঞ্ছনা অপামান ও ঘৃণা অবহেলার করুণ শিকারে পরিণত করেছে আধুনিক কালের কোন মানুষের সাথে তার বা তাদের কোন সম্পর্ক থাকতে পারে না বা আধুনিক কালের মানুষ তার বা তাদের অনুষ্ঠিত এ কাজের জন্য সামান্যতম দায়ীও হতে পারেন না।

এমতাবস্থায়ও তার বা তাদের অনুষ্ঠিত ভুল-প্রমাদ বা স্বার্থপরতার প্রকৃষ্ট প্রমানকে নিতান্ত মানবতার স্বার্থে জন-সমক্ষে তুলে ধরার কারণে কেউ যদি মনঃক্ষুণ্ণ বা আমাদের উপরে অসন্তুষ্ট হন তাহলে তার বা তাদের শুভ বুদ্ধি উদয়ের জন্যে বিশ্ব প্রভুর উদ্দেশ্যে কাতর প্রার্থণা জানানো ছাড়া আমরা আর কি-ই বা করতে পারি? আশা-করি বিষয়টি সম্পর্কে গভীর ভাবে ভেবে দেখা হবে।

অতঃপর বিখ্যাত ধর্ম গ্রন্থ ঋগ্বেদ-এর একটি মন্ত্র বঙ্গানুবাদ সহ নিম্নে হুবহু-উদ্ধৃত করা হবে; পরবর্তী সময়ে ভুল-প্রমাদ বা স্বার্থ পরতন্ত্র হয়ে কিভাবে উহার ভুল বা বিকৃত ব্যাখ্যা করা হয়েছে অকাট্য যুক্তি প্রমান সহকারে তা তুলে ধরা হবে।

৯০ সূক্ত।। পুরুষ দেবতা, নারায়ণ-ঋষি, অনুষ্টুপ, ত্রিষ্টুপ ছন্দ।।

সহস্রশীর্ষা পুরুষ সহস্রাক্ষ ঃ সহস্র পাৎ।
স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্।।

—ঋগ্বেদ সংহিতা-

১০ মন্ডল, ৯০ সূক্ত, ১ম ঋক।

www.pathagar.com

অর্থাৎ--পুরুষের সহস্র মস্তক, সহস্র চক্ষু ও সহস্র চরণ, তিনি পৃথিবীকে সর্বত্র ব্যাপ্ত করে দশ অঙ্গুলি পরিমান অতিরিক্ত হয়ে অবস্থিত থাকেন।

যৎ পুরুষেণ হবিষা দেবা যজ্ঞমতন্বত
বসন্তো অস্যাসী দাজ্যং গ্রীষ্ম ইধ্মঃ শরদ্ধবিঃ ॥ ৬
তং যজ্ঞং বর্হিষি প্রৌক্ষন্ পুরুষং জাতমগ্রতঃ
তেন দেবা অযজন্ত সাধ্যা ঋষয়শ্চ যে ॥

—ঋগ্বেদ ৬—৭ ঋক।

অর্থাৎ--যখন পুরুষকে হব্য রূপে গ্রহণ করে দেবতারা যজ্ঞ আরম্ভ করলেন তখন বসন্ত ঘৃত হল, গ্রীষ্ম কাষ্ঠ হল, শরৎ হব্য হল। যিনি সকলের অগ্রে জন্মেছিলেন সে পুরুষকে যজ্ঞীয় পশু স্বরূপে সে বহ্নিতে পূজা দেওয়া হল। দেবতারা ও সাধ্যবর্গ এবং ঋষিগণ তা দ্বারা যজ্ঞ করলেন।

যৎ পুরুষং ব্যদধুঃ কতিধা ব্যকল্পয়ন্।
মুখং কিমস্য কৌবাহু কাউরু পাদা উচ্যেতে ॥ ১১
ব্রাহ্মণোহস্য মুখ মাসীদ্বাহু রাজন্যঃ কৃতঃ
উরু তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত ॥ ১২

অর্থাৎ—যে পুরুষকে খন্ড খন্ড করা হল, কয় খন্ড করা হয়েছিল ? এর মুখ কি হল, দু'হস্ত, দু'উরু দু'চরণ কি হল?

—এর মুখ ব্রাহ্মণ হল, দু'বাহু রাজন্য হল, যা উরু ছিল তা বৈশ্য হ'ল, দু'চরণ হতে শূদ্র হল।

প্রথমেই বলা প্রয়োজন যে প্রতিটি বেদ মন্ত্রের প্রথমেই উক্ত বেদের দেবতা কে (অর্থাৎ কোন দেবতার কথা বলা হয়েছে বা কোন দেবতার উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করা হয়েছে), কোন ঋষি মন্ত্রটি রচনা করেছেন এবং কোন বা কোন কোন ছন্দে উহা পাঠ করতে হবে স্পষ্টাক্ষরে তা লিখিত রয়েছে। তদনুযায়ী দেখা যাচ্ছে যে—

উপরোদ্ধৃত মন্ত্রটির দেবতা হলেন পুরুষ; নারায়ন নামক জনৈক ঋষি

www.pathagar.com

মন্ত্রটি রচনা করেছেন; অনুষ্টুপ এবং ত্রিষ্টুপ এই দু'টি ছন্দে পাঠ করতে হয়।

উপরোদ্ধৃত ১ম সূক্তে আলোচ্য "পুরুষ"--এর পরিচয় তুলে ধরতে গিয়ে মন্ত্রের রচয়ীতা ণারায়ন ঋষি বলছেন—উক্ত পুরুষের মস্তকের সংখ্যা এক সহস্র, অনুরূপ ভাবে তাঁর চক্ষু এবং চরনের সংখ্যাও এক সহস্রটি ; তিনি সর্বত্র পৃথিবীকে ব্যাপ্ত করতঃ দশ অঙ্গুলি পরিমাণ অতিরীক্ত হয়ে বিরাজমান রয়েছেন।

বলা বাহুল্য বিশ্ব প্রভু বা বেদের ভাষায় সেই "বিরাট পুরুষের" বিরাটত্বকে বুঝানের জন্যই ণারায়ন ঋষি তাঁর সহস্র মস্তক, সহস্র চক্ষু এবং সহস্র পদ থাকার কথা বলছেন। এটা ণারায়ন ঋষির কাল্পনা মাত্র। বাস্তবের সাথে তার কোন স'পর্ক নেই—থাকতে পারে না।

কেন না, বিশ্ব প্রভু অসীম এবং অনন্ত. তিনি চর্ম'চক্ষে পরিদৃশ্যমান নন ; এমতাবস্থায় তাঁর মস্তকের সংখ্যা কত তা নিয়ে শুধু কল্পনা করাই সম্ভব।

আর এটা যে ণারায়ন ঋষির কল্পনা মাত্র এবং বাস্তবের সাথে ইহার যে সামান্যতম সম্পর্ক'ও নেই তার অকাট্য প্রমান হল ঃ

তিনি বলেছেন—সেই বিরাট পুরুষের এক সহস্র মস্তক রয়েছে। যার মস্তক এক সহস্র স্বাভাবিক নিয়মেই তার চক্ষু এবং পা-এর সংখ্যা হতে হয় দু'সহস্র করে।

ণারায়ন ঋষি যে এ হিসাবটা জানতেন না কোন ক্রমেই আমরা সে কথা মনে করতে পারি না। আসলে তিনি সেই বিরাট পুরুষের বিরাট-ত্বকে এই কথার মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন ; মাথার সাথে পদ বা চোখের সামঞ্জস্য থাকার কথা চিন্তা করেন নি। অথবা এমনও হতে পারে যে তিনি এটা ভেবে দেখার প্রয়োজনই বোধ করেন নি।

এখানে স্বাভাবতঃই মনে প্রশ্ন জাগে যে ণারায়ন ঋষি বিরাট পুরুষ সম্পর্কে কেন এই কল্পনা করতে গেলেন ?

এই প্রশ্নের উত্তর স্বরূপ আমি মনে করি যে—সেই আসীম অনন্ত বিরাট পুরুষকে একটা সীমার মধ্যে টেনে এনে সাধারণ মানুষদিগের কাছে

www.pathagar.com

তাঁকে বোধগম্য করে তোলাই ছিল নারায়ণ ঋষির উদ্দেশ্য, এবং সেই কারণেই তিনি তাঁকে অসীম অনন্ত জেনেও তার এক সহস্র মস্তক, এক সহস্র চক্ষু এবং এক সহস্র পদ থাকার কথার বলেছিলেন।

এই কথাগুলো মনে রেখে আমাদিগকে পরবর্তী ঋক গুলোর তাৎপর্য অনুধাবন করতে হবে। উপরোদ্ধৃত ৬ষ্ট এবং ৭ম ঋকে এমন একটি যজ্ঞের কথা বলা হয়েছে যে যজ্ঞে বসন্তকাল ঘি, গ্রীষ্মকাল কাঠ এবং শরৎ কাল হবি রূপে ব্যবহৃত হয়েছিল ; আর সেই পুরুষকে "যজ্ঞীয় পশু" রূপে উক্ত যজ্ঞের অগ্নিতে আহুতি প্রদান বা পূজা করা হয়েছিল বলে বলা হয়েছে।

এটাও যে এই মন্ত্রের রচয়ীতা নারায়ণ ঋষির নিছক কল্পনা মাত্র সেকথা বুঝতে অনেক বিদ্যা বুদ্ধির প্রয়োজন হয় না।, কেননা, যে যজ্ঞে 'বসন্ত কাল" ঘি, 'গ্রীষ্ম কাল" কাঠ, "শরৎ কাল" হবি রূপে ব্যবহৃত হয় এবং যে যজ্ঞে সেই বিরাট পুরুষ বা ভগবানকে "যজ্ঞীয় পশু" রূপে আহুতি প্রদান বা পূজা দেওয়া হয় বাস্তবের সাথে সে যজ্ঞের সামান্য তম সম্পর্কও থাকতে পারে না।

অতঃপর ১২শ ঋকে উক্ত যজ্ঞীয় পশু রূপে ব্যবহৃত বা যজ্ঞের অগ্নিকুন্ডে নিক্ষিপ্ত সেই বিরাট পুরুষের মুখ, হস্ত, উরুদেশ এবং পদদ্বয় কি হল সেই প্রশ্ন করা হয়েছে। ১৩শ ঋকে সেই প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছে যে, সেই বিরাট পুরুষের মুখ ব্রাহ্মণ, বাহু ক্ষত্রিয়, উরু দেশ বৈশ্য এবং পদদ্বয় শূদ্র হয়েছিল।

একে তো যজ্ঞটি ছিল কাল্পনিক, তদুপরি সেই বিরাট পুরুষ বা নিরাকার ঈশ্বরের মুখ, বাহু, উরু এবং পা থাকার বিষয়টিও নিছক কল্পনা ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না।

অবশেষে যদি ধরেও নেয়া হয় যে সেই বিরাট পুরুষের মুখ, বাহু প্রভৃতি ছিল তার পরেও প্রশ্ন থেকে যায় যে যজ্ঞের অগ্নিকুন্ডে নিক্ষিপ্ত হওয়ার পরে ওসব তো ভস্মীভূত হয়ে যাওয়ার কথা; এমতাবস্থায় সেই ভস্মীভূত মুখ, বাহু, উরু এবং পদদ্বয় হ'তে যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রের উদ্ভব কি করে সম্ভব হতে পারে ?

www.pathagar.com

সম্ভব যে হ'তে পারে না তৎকালীন বৈদিক ঋষিগণ সেকথা ভাল ভাবেই জানতেন। এবং জানতেন বলেই এটার উপরে কোন গুরুত্বই তাঁরা আরোপ করতেন না। এমন কি কোনরূপ গুরুত্ব আরোপ করার প্রয়োজনই তাঁরা অনুভব করতেন না। ফলে ন্যায়, যুক্তি এবং বাস্তবতার উপরে ভিত্তি করে গ'ড়ে তোলা বর্ণ ব্যবস্থাকেই তাঁরা অতীব নিষ্ঠার সাথে মেনে চলতেন।

কিন্তু তাঁদের মৃত্যুর পরে তাঁদের বংশধরগণ এমন সুন্দর ব্যবস্থাটিকে নস্যাৎ করতঃ সেখানে 'জাতিভেদের' মতো নির্মম, অযৌক্তিক এবং মানবতাবিরোধী এক অভিনব ব্যবস্থাকে নানারূপ কূট-কৌশলে সমাজের বুকে চালু করেন। দুঃখের বিষয় ঋগ্বেদের উপরোদ্ধৃত পুরুষ সুক্তটিকে তারা তাদের এই কূট-কৌশলের প্রধান অবলম্বন হিসাবে গ্রহণ করে-ছিলেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়।

কেউ হয়তো প্রশ্ন করতে পারেন যে এমন সুন্দর ব্যবস্থাটিকে নস্যাৎ করতঃ জাতিভেদের মতো নির্মম, অযৌক্তিক এবং মানবতা বিরোধী ব্যবস্থাটিকে কেন চালু করা হয়েছিল ?

এই প্রশ্নের উত্তর স্বরূপ বলা যেতে পারে যে–বর্ণ ব্যবস্থার ফলে ধর্মীয় বিভাগটি পুরাপুরি ব্রাহ্মণদিগের কুক্ষীগত হয়ে পড়ে। বর্ণশ্রেষ্ঠ বা শ্রেষ্ঠ বর্ণহিসাবে তাঁরা নিজদিগকে সমাজের শীর্ষে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন। বলাবাহুল্য যোগ্যতার বলেই এটা তাঁরা করতে পেরেছিলেন।

অনুরূপ ভাবে এই ব্যবস্থার ফলে রাষ্ট্র সংগঠন, দেশজয়, রাষ্ট্রের পরিচালনা প্রভৃতির সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব ক্ষত্রিয় দিগের কুক্ষীগত হয়ে পড়ে। একাজে শক্তির প্রয়োজন থাকায় তাঁরা ক্রমশঃ বাহুল শক্তির অধিকারী হয়ে উঠেন।

ব্যবসা বাণিজ্য, সুদ গ্রহণ, পশুপালন, কৃষিকার্য প্রভৃতির মাধ্যমে বৈশ্যগণও সমাজে বিত্তশালী রূপে প্রতিষ্ঠা লাভের সুযোগ পান।

পরবর্তি সময়ে মান-সম্মান, প্রভুত্ব-কর্তৃত্ব, বিলাস-ব্যসন প্রভৃতির মোহ এদের বংশধরদিগের মন-মানসকে আচ্ছন্ন অভিভূত করে। যোগ্যতা অর্জনের পরিবর্তে ক্ষমতাকে আঁকড়ে থাকা এবং ভোগবিলাসে মত্ত

www.pathagar.com

হওয়াকেই তারা প্রাধান্য দিতে শুরু করে।

বলাবাহুল্য বর্ণ ব্যবস্থা ছিল এর সম্পূর্ণ পরিপন্থী। অর্থাৎ—এ ব্যবস্থায় যোগ্যতা অর্জন ছিল অপরিহার্য এবং ক্ষমতা কুক্ষীগত করে রাখার কোন সুযোগও এতে ছিল না।

এবারে আসুন এর একটি ভিন্ন দিক সম্পর্কে ভেবে দেখি। মনে রাখা প্রয়োজন, সে দিকটি মোটেই উপেক্ষণীয় তো নয়-ই বরং বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণও। এটিকে মানবীয় দিক বলেও অভিহিত করা যেতে পারে।

আমরা জানি, মানুষ উন্নতি-অগ্রগতির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা লাভের যে সংগ্রাম অবিরাম ভাবে চালিয়ে যায় তার মূলে শুধু তার নিজের সুখ সমৃদ্ধি ও জীবনের নিরাপত্তার প্রশ্নই থাকে না নিজের প্রাণ-প্রিয় সন্তান সন্ততির প্রশ্নও অত্যন্ত গভীরভাবে জড়িত থাকে।

এমতাবস্থায় বর্ণ ব্যবস্থার মাধ্যমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যগণ প্রাণ-পণ সাধনা ও সংগ্রামের মাধ্যমে যে সুফল লাভ করেছিলেন তাদের সন্তান-সন্ততিরা যাতে তা থেকে বঞ্চিত না হয় স্বাভাবিক কারণেই সে চিন্তা যদি তারা করে থাকেন তবে সেজন্যে কোন ক্রমেই তা'দিগকে আমরা দায়ী বা দোষী মনে করতে পারি না। আর তাদের লব্ধ সুফলকে নিজ নিজ সন্তান সন্ততির জন্য স্থায়ী ও সুনিশ্চিত করণের জন্য অন্যকে ক্ষতিগ্রস্থ না করে তারা যদি কোন ন্যায্য ও ন্যায় সঙ্গত ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন তবে মানুষ সেটাকেও স্বাভাবিক বলেই অভিনন্দন না জানিয়ে পারতো না।

আমরা একথাও জানি যে, মানুষের সন্তান-সন্ততি-মাত্রেরই নিজ নিজ পৈত্রিক সম্পত্তি, মান-মর্যাদা, অধিকার প্রভৃতির উত্তরাধিকারী হওয়ার আশা এবং দাবী থাকে। আর এ দাবী যে খুবই সঙ্গত এবং স্বাভাবিক সে সম্পর্কে কোন দ্বিমত থাকতে পারে না। এই দৃষ্টিকোণ থেকে যদি তদানিন্তন কালের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যদিগের সন্তান-সন্ততি বা অধঃস্তন পুরুষেরা নিজ নিজ পৈত্রিক সম্পত্তি, মান-মর্যাদা ও অধিকারকে নিজেদের জন্যে সহজ-লভ্য, সুনিশ্চিত এবং স্থায়ী করণের জন্য অন্যকে বঞ্চিত বা ক্ষতিগ্রস্থ না করে, কোন ন্যায্য ও ন্যায়-সঙ্গত পথ বেছে নিতেন সেটাকে অন্তর দিয়ে অভিনন্দন জানাতে কারো কোন

www.pathagar.com

আপত্তিই থাকতো না।

কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয় যে সংশ্লিষ্ট পিতৃ পক্ষ বা পুত্র পক্ষ অথবা উভয় পক্ষই সে দিকে না গিয়ে নিজেদের স্বার্থে গোটা শূদ্রবর্ণের কোটি কোটি মানুষকে তাদের ন্যায্য, ন্যায়-সঙ্গত এবং জন্মগত অধিকার থেকে চিরবঞ্চিত করার মতো অন্যায়, অযৌক্তিক এবং জঘন্য ও অমানবিক পথকে বেছে নিয়েছিলেন। আর তা-ও করেছিলেন পবিত্র ধর্মের নামে এবং এক অতি জঘন্য চতুরতার মাধ্যমে।

আর তাদের এই স্বার্থপর, অমানবিক এবং চাতুর্যপূর্ণ কাজের ফলেই আজ দাস, সংকর, প্রতিলোম, অন্ত্যজ, হরিজন প্রভৃতি আখ্যা-প্রাপ্ত কোটি কোটি মানুষ হাজার হাজার বছর ধরে বংশানুক্রমিক ভাবে শুধু লাঞ্ছিত অপমানিতই নয়—জঘন্য পশু অপেক্ষাও হীনতর জীবন যাপনে বাধ্য হচ্ছে।

ধর্মের নাম এবং চাতুর্য ব্যতিরেকে বর্ণ-ব্যবস্থার মতো এমন একটি সুন্দর, সর্বজন-সমর্থিত ও দীর্ঘদিন প্রচলিত ব্যবস্থাকে নস্যাৎ করা যে সম্ভব নয় সে কথা তাঁরা জানতেন, এবং জানতেন বলেই এ পথটিকেই তারা বেছে নিয়েছিলেন। আর কাজটিও ছিল তাদের পক্ষে খুবই সহজ এবং নিরাপদ।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, বর্ণ-ব্যবস্থার ফলে ধর্মীয় কার্যাবলীর পরিচালনার পুরাপুরী দায়িত্ব ব্রহ্মণদিগের হস্তগত হয়ে পড়েছিল। ক্ষত্রিয় বৈশ্যদিগের জন্য বেদপাঠ নিষিদ্ধ না হলেও দেশ শাসন, রাষ্ট্র পরিচালনা, যুদ্ধ বিগ্রহ, ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষিও পশুপালন প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ ও সার্বক্ষণিক কাজে অতি মাত্রায় ব্যস্ত-বিব্রত থাকার কারণে তাদের পক্ষে বেদ পাঠ বা ধর্ম কর্মে প্রত্যক্ষ ভাবে অংশ গ্রহণ সম্ভব ছিল না। আর শূদ্র দিগের জন্য তো বেদপাঠ, ধর্মকর্মে অংশ গ্রহণ এমন কি লিখা পড়ার কাজ সম্পূর্ণ রূপে নিষিদ্ধই ছিল।

ফলে ধর্মীয় বিধি-বিধানের প্রণয়ন, আচরানুষ্ঠানের প্রবর্তন-পরিচালনা প্রভৃতি যাবতীয় কাজগুলিতে ব্রহ্মণদিগেরই এক চেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

www.pathagar.com

এই সুযোগ গ্রহন করতঃ অন্য দুই বর্ণের সহযুগীতায় তাঁরা নারায়ণ ঋষির কল্পনা-প্রসূত ঋগ্বেদের উপরোদ্ধৃত পুরুষ সুক্তটিকে সত্য, বাস্তব এবং স্বয়ং ভগবানের পবিত্র মুখ-নিসৃত বলে প্রচার করেন।

সঙ্গে সঙ্গে বর্ণ বিভাগের পরিবর্তে—"জাতিভেদ" নামে এক অভিনব প্রথাকে সমাজের বুকে চাপিয়ে দেয়ার কাজটিও তারা বেশ দক্ষতার সাথে সমাধা করেন।

যেহেতু প্রভূত শক্তিশালী এবং অভিন্ন উদ্দেশ্যের অংশিদার তিনটি বর্ণই এই নূতন ব্যবস্থাকে সত্য ও অভ্রান্ত বলে মেনে নিয়েছিলেন। অতএব শূদ্রগণ সংখ্যায় বিপুল হলেও এর প্রতিকার-প্রতি বিধানের সাধ্য এবং সুযোগ তাদের ছিলনা। তাছাড়া এর সর্বনাশা কুফলকে তলিয়ে দেখার মতো যোগ্যতা এবং মন-মানসিকতাও তাদের ছিলনা বললেই চলে।

এখানে বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য যে, 'বৃ' ধাতু থেকে বর্ণ শব্দের তৎপত্তি বিধায় বর্ণ ব্যবস্থায় যোগ্যতা এবং অনুরাগানুযায়ী যে কোন কাজকে বরণ করে নেয়ার সুযোগ এবং স্বাধীনতা ছিল। যোগ্যতা অর্জন করতে পারলে উচ্চ বর্ণে পদোন্নতি এবং যোগ্যতার অভাব দেখা দিলে নীম্নবর্ণে—অধোগতিও অবধারিত ছিল।

আর যেহেতু "জাতি" শব্দের সাথে "জনন" অর্থাৎ-জন্মের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত অতএব এখানে গ্রহন বর্জন বা পদোন্নতি অধোগতির কোন প্রশ্নই আর থাকলোনা। জন্ম সূত্রই এখানে প্রধান; সুতরাং ইহা বাধ্যতা-মূলক এবং অপরিহার্য্যও।

কথাটিকে এভাবেও বলা যেতে পারে যে--নারায়ণ ঋষির নিছক কল্পনা-প্রসূত এই সুক্তটিকে সত্য, বাস্তব এবং বিধাতার পবিত্র মুখ-নিসৃত স্বর্গীয় আপ্ত বাক্য হিসাবে সুকৌশলে প্রচার করতঃ তাঁরা জনমনে এই বিশ্বাসই সৃষ্টি করে দিয়ে ছিলেন যে—যেহেতু ঈশ্বরের মুখ, বাহু প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ থেকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য এবং শূদ্রের সৃষ্টি বা জন্ম হয়েছিল অতএব জন্ম সূত্র অনুযায়ীই ইহারা ভিন্ন ভিন্ন জাতি। আর এই ভিন্ন ভিন্ন জাতির ঔরসে যারা জন্মগ্রহণ করবে তারাও ভিন্ন ভিন্ন

www.pathagar.com

জাতি হিসাবে পরিগণিত হবে।

বলাবাহুল্য এই ব্যবস্থার ফলে ব্রহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যাদিগের সন্তান-সন্ততিরা যোগ্যতা থাক আর না থাক বংশানুক্রমিক ভাবে নিজ নিজ পৈত্রিক সহায়-সম্পদ, মান-সম্মান, সুযোগ-সুবিধা, প্রাধান্য-প্রতিপত্তি প্রভৃতির অধিকার লাভ করে। পক্ষান্তরে শূদ্রগণ বংশানুক্রমিক ভাবে চিরকালের জন্য দাস জাতি হিসাবে ঘৃণা অবহেলা ও শোষণ নির্যাতনের পাত্রে পরিণত হয়।

অবিশ্বাস্য কিন্তু অসত্য নয় :

এই সর্বনাশ যারা সাধন করলেন তাঁরা বেশ ভাল করেই জানতেন যে কোনক্রমে তাঁদের এই কারসাজির কথা ফাঁস হয়ে পড়লে বিপুল ভাবে সংখ্যা গরীষ্ট শূদ্র বর্ণের মানুষেরা তাদের হৃত অধিকার ফিরিয়ে পাওয়া এবং নির্যাতন লাঞ্ছনার অবসান ঘটানোর জন্যে এক দুর্বার আন্দোলন গড়ে' তুলতে পারেন, ভীষণ ভাবে প্রতিশোধ-পরায়ণও হয়ে উঠতে পারেন। সুতরাং তারা যাতে এ কাজের সামান্য-তম সুযোগও না পান তার সুবন্দোবস্ত করে রাখা প্রয়োজন।

এ সম্পর্কে কি কি ব্যবস্থা তাঁরা অবলম্বন করেছিলেন বিস্তারীত ভাবে তা নিয়ে আলোচনার সুযোগ এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় নাই। তাই শুধু নমুনা স্বরূপ তাদের গৃহিত এ সম্পর্কীয় কয়েকটি-মাত্র ব্যবস্থার কথা নিম্নে সংক্ষেপে পৃথক পৃথক ভাবে তুলে ধরা হ'ল ঃ

০ বেদ পাঠ, পূজার্চনা, মন্দির প্রবেশ প্রভৃতি যে শূদ্র বর্ণের মানুষদিগের জন্যে নিষিদ্ধ ছিল পূর্বেই সে কথা বলা হয়েছে। মনে রাখা প্রয়োজন যে বেদ-মন্ত্রের অপ-ব্যাখ্যা করতঃই এই সর্বনাশটি ঘটানো হয়েছিল। অতএব এই শূদ্র বর্ণের মানুষেরা যাতে কোন ক্রমেই এই বেদের সংস্পর্শে আসার কোন সুযোগই না পান সেই উদ্দেশ্যে তাঁদের রচিত বিভিন্ন ধর্ম গ্রন্থের মাধ্যমে তাঁরা ঘোষণা করলেন যে —

শূদ্রদিগের জন্যে বেদের পঠন, পাঠন, দর্শন, শ্রবণ এবং স্পর্শকরণ সম্পূর্ণ রূপে নিষিদ্ধ এবং ভীষণ শাস্তি-যোগ্য অপরাধ বলে গণ্য হবে।

www.pathagar.com

ইহা স্বয়ং ভগবানেরই নির্দেশ।

কোন শূদ্র যদি এই আদেশ অমান্য করতঃ বেদ পাঠ করে তবে রাজা তার জিহবা কর্তন করবেন, দর্শন করলে চক্ষু উৎপাটন করবেন, শ্রবণ করলে কর্ণ-পটাহে গলিত সিসা ঢেলে দিবেন, বেদ স্পর্শ করলে স্পর্শ-কারীর শরীর ভেদ করবেন। তাছাড়া পারলৌকিক জীবনে অনন্তকাল নরক যন্ত্রণা তো অনিবার্য রূপেই ভোগ করতে হবে।

মনুসংহিতা দ্রষ্টব্য ঃ

০ জন্মের বৈধতা, জীবিকার্জন, পেশা, ব্রাহ্মণের অভিশাপ প্রভৃতি নানা অজুহাতে এই শূদ্র বর্ণের মানুষদিগকে মাগধ, সূত, বৈদেহ, নিষাদ, চন্ডাল, পারশব, অম্বষ্ঠ, চামার, চাবহার, হাড়ী, ডোম, পারিয়া গোন্দ, খোন্দ প্রভৃতি নামে পরস্পর বিবদমান এবং হিংসাবিদ্বেষ পরায়ন শত শত জাতিতে বিভক্ত বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হয়।

কালক্রমে এই ভিন্ন ভিন্ন জাতির সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ২৬৮৩তে উন্নীত হয়; বর্তমানে এই সংখ্যা যে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে সে কথা বলাই বাহুল্য।

মোটকথা, এই শূদ্রবর্ণের মানুষেরা যাতে সংঘবদ্ধ হয়ে তাদের প্রতি অনুষ্ঠিত এই অন্যায়ের প্রতিকার প্রতিবিধানের সামান্যতম সুযোগও না পায় বরং আভ্যন্তরীণ ঝগড়া এবং কোন্দল-কোলাহলে সর্বদা লিপ্ত থাকার কারণে এ ধরনের কোঁন চিন্তাই তাদের মনে না আসে এতদ্বারা সেই ব্যবস্থাকেই তারা পাকা পোক্ত করে তুলেছিলেন।

০ শূদ্র বর্ণের মানুষেরা যাতে তাদের এই দুরবস্থার কারণই অনু-সন্ধান না করেন এবং সব কিছুর জন্যে নিজদিগকেই সম্পূর্ণ রূপে দায়ী মনে করেন সেজন্যে শাস্ত্রের মাধ্যমে ঘোষণা করা হল যে—পূর্ব জন্মা-র্জিত পাপ ও পূণ্যের ফলে মানুষ এ জীবনে দুঃখ বা সুখ ভোগ করে।

শূদ্র তথা ছোট জাতের মানুষেরা পূর্ব জন্মে অতি জঘন্য ধরণের পাপ করেছিল বলেই শাস্তি স্বরূপ ভগবান এ জন্মে তাঁহাদিগকে ছোট জাত করে সৃষ্টি করেছেন।

www.pathagar.com

অতএব এ নিয়ে অন্য কাউকে দায়ী করা হলে প্রচন্ড অন্যায় করা হবে—যার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ উক্ত অন্যায়কারীকে মৃত্যুর পরে নতুন করে আবার ইতর জীব জন্তু হয়ে জন্ম গ্রহণ করতে হবে।

০ স্বর্গীয় আপ্ত বাক্যের নামে ঘোষণা করা হ'ল যে—অদৃষ্ট বা কপালের লিখন অখন্ডনীয়। যার কপালে বিধাতাপুরুষ যা লিখে দেন অবশ্যম্ভাবী রূপে তার জীবনে তা-ই ঘটতে থাকে।

সুতরাং ছোট জাতের মানুষেরা তাদের নিজ নিজ কপালের লিখনানুযায়ীই ছোট জাত হয়ে জন্মগ্রহ করে। এজন্যে তারা নিজেরাই দায়ী। অন্যকে দায়ী করা হলে অদৃষ্ট বা কপালের লিখনকেই অস্বীকার করা হয়। আর ইহা যে আর একটি জঘন্য পাপ সে কথা খুলে বলার অপেক্ষা রাখে না।

০ শিক্ষা লাভ, জ্ঞানার্জন, সৎসঙ্গ প্রভৃতি থেকেও পবিত্র ধর্মের নামে এই হতভাগ্যদিগকে চির-বঞ্চিত রাখার ব্যবস্থাকে পূর্বাপেক্ষাও জোরদার এবং শক্তিশালী করে তোলা হয়।

এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ না থাকার কথা ইতিপূর্বে বলা হয়েছে। অতঃপর আমরা সুপ্রসিদ্ধ ও সর্বজন-মান্য ধর্মগ্রন্থ সমূহের অন্যতম "মনুসংহিতা" থেকে এ সম্পর্কীয় কতিপয় শ্লোক উদ্ধৃত করেই প্রসঙ্গান্তরে গমন করবো।

এখানে বলে রাখা প্রয়োজন যে, মনুসংহিতা এমনই এক খানা ধর্ম গ্রন্থ যাতে, ধর্ম, কর্ম, সমাজ, সংসার, রাষ্ট্র, ইহকাল, পরকাল প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়ে ধর্মীয় নির্দেশ কি তা' নিয়ে বিশদ ভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

এই মনুসংহিতার দন্ড-বিধি আইন, এবং রাষ্ট্র পরিচালনা সংক্রান্ত বিধি-বিধানানুযায়ীই যে হিন্দু রাজন্য বর্গ রাষ্ট্র পরিচালনা করতেন ইতিহাসের পাঠক মাত্রেরই সে কথা জানা রয়েছে বলে আশা করি।

এবারে উক্ত মনুসংহিতার হুবহু বঙ্গানুবাদ সহ কতিপয় শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত করা যাচ্ছে ঃ

www.pathagar.com

শূদ্রস্তু কারয়েদ্দাস্যং ক্রীতমক্রীত মেব বা।
দাস্যায়ৈব হি সৃষ্টোহ সৌ ব্রাহ্মণস্য স্বয়ম্ভু বা।।

অর্থাৎ— ক্রীত হউক বা না হউক শূদ্র দ্বারা দাস্য কর্মই করাইতে হইবে। কেননা দাস্যকর্ম করার জন্যই বিধাতা শূদ্রদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন। ঐ ৮ম অঃ ৪১৩ শ্লোক।

ধ্বজাহৃতো ভক্ত দাসো গৃহজঃ ক্রীতদাত্রি মৌ।
পৈতৃকো দন্ডদাসশ্চ সপ্তৈতে দাসযোনয়ঃ ।।

অর্থাৎ—ধ্বজাহৃত প্রভৃতি শূদ্র দাস উহার স্বামী কর্তৃক দাস্য হইতে মুক্ত হইলেও যেমন শূদ্রত্ব জাতি মরণ পর্যন্ত নষ্ট হয় না তদ্রূপ উহার দাসত্ব কদাচ নষ্ট হয় না।

—ঐ ৮ম অঃ ৪১৫ শ্লোক

বিপ্রদ্ধং ব্রাহ্মণঃ শূদ্রাদ্ দ্রব্যোপাদান মাচরেৎ।
ন হি তস্যাস্তি কিঞ্চিৎ স্বং ভর্তৃ হার্য্যধানা হি সঃ ।।

অর্থাৎ—শূদ্র-দাস হইতে ব্রাহ্মণ ধণ গ্রহণ করিতে পারে। যেহেতু শূদ্র-দাসের স্বত্বস্পদীভূত কিছুই নাই—উহার যাবতীয় ধনই উহার ভর্তৃ-গ্রাহ্য (অর্থাৎ প্রভু কর্তৃক গ্রহণ যোগ্য-- লেখক)

ঐ ৪১৭ শ্লোক।

মার্জার নকুলৌ হত্বা চাষং মন্ডুক মেবচ।
শ্ব গোধোলূ কাকাংশ্চ শূদ্র হত্যা ব্রতঞ্চরেৎ।।

অর্থাৎ—জ্ঞানতঃ বিড়াল, নকুল, চাষপক্ষী, ভেক, কুকুর, গোধা, পেচক, কাক, ইহার একৈক হত্যা করিয়া শূদ্রবধোক্ত চান্দ্রায়ণ ব্রত করিবে।

—ঐ একাদশ অধ্যায় ১৩২ শ্লোক।

এখানে লক্ষণীয় যে বিড়াল, নকুল (বানর) চাষ পক্ষী, ভেক, কুকুর, পেঁচা, কাক প্রভৃতির কোন একটিকে জ্ঞানতঃ হত্যা করা হইলে চান্দ্রায়ন ব্রত দ্বারা পাপ মুক্ত হওয়া যায়। কোন শূদ্রকে হত্যা করিলেও পাপ মুক্ত হওয়ার জন্য চান্দ্রায়ণ ব্রত করার নির্দেশ রয়েছে। অতএব সমাজে শূদ্রের মর্যাদা এবং কুকুর বিড়ালাদির মর্যাদা যে সমান এতদ্বারা সে কথাই সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

www.pathagar.com

ব্রাহ্মণঃ সম্ভবে নৈব দেবানামপি দৈবতম্।
প্রমানঞ্চৈব লোকস্য ব্রহ্মাত্রৈব হি কারণম্।।

অর্থাৎ—ব্রাহ্মণ জন্মগ্রহন করা মাত্র মনুষ্যের এমন কি দেবতাদিগেরও পূজ্য, তাঁহার কথা সকল লোকের প্রত্যক্ষ প্রমান, সুতরাং ব্রাহ্মণের উপদেশ বেদ-মূলক জানিবে।

এক জাতি দ্বিজাতীংস্তু বাচা দারুণয়া ক্ষিপন্।
জিহ্বায়াঃ প্রাপ্নুয়াচ্ছেদং জঘন্য প্রভ বো হি সঃ।।

—মনু সংহিতা ৮ম অঃ ২৭০ শ্লোক ৭০৪ পৃং

—যদি শূদ্রজাতি ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণকে কঠিন বাক্য দ্বারা আক্ষেপ করে তবে--ঐ শূদ্র-জিহ্বাচ্ছেদ রূপ দন্ড প্রাপ্ত হইবে। যেহেতু ব্রহ্মার পদরূপ জঘন্য স্থান হইতে উহার জন্ম হয়।

উল্লেখ্য যে মনু শুধু একজন প্রথিত যশাঃ পন্ডিত, শাস্ত্রবিদ এবং মহাপুরুষই ন'ন তিনি ভগবানের অন্যতম অবতার বলেও পরিচিত। এমতাবস্থায় তিনি কি ভাবে ব্রহ্মার পদকে "জঘন্য স্থান" এবং সেই জঘন্য স্থান থেকে উৎপন্ন বিধায় শূদ্রকে জঘন্য জাতি বলেছেন তা বুঝতে পারা গেলনা। ব্রহ্মা হলেন—সৃষ্টিকর্তা; তাই তাঁর পদযুগলকে জঘন্য স্থান বলাকে কোন কোন মানুষ চরম ধৃষ্টতা বলেই মনে করবেন।

মৌন্ড্যং প্রাণান্তি কো দন্ডো ব্রাহ্মণস্য বিধীয়তে
ইতরেষান্ত বর্ণানাং দন্ডঃ প্রাণান্তি কো ভবেৎ।

অর্থাৎ--ব্রাহ্মণের যে অপরাধে বধদন্ড হইতে পারে, ঐ স্থানে ব্রাহ্মণের মস্তক-মুন্ডন দন্ড শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে,……।

—ঐ ৩৮৯ শ্লোক—

নজাতু ব্রাহ্মণং হন্যাৎ সর্ব্বপাপেষ্বপি স্থিতম্।
রাষ্ট্রাদেনং বহিঃ কুর্য্যাৎ সমগ্র ধন মক্ষতম।।

অর্থাৎ—সর্ব্ব প্রকার পাপকারী হইলেও ব্রহ্মণকে কদাচ বধ করিবেন না। ঐ স্থলে সর্ব্বস্ব যুক্ত ও অক্ষত শরীরে ব্রহ্মণকে রাজ্য হইতে বাহির করিয়া দিবেন।

—ঐ ৩৮০ শ্লোক

www.pathagar.com

ন ব্রাহ্মণ বধা ভূয়ান ধর্ম্মে বিদ্যতে ভুবি।
তস্নাদস্য বধং রাজা মনসাপি ন চিন্তয়েৎ।।

অর্থাৎ—পৃথিবী মধ্যে ব্রাহ্মণ বধ হইতে অন্য অধিক পাপ আর নাই, এ জন্য রাজা ব্রাহ্মণের বধচিন্তা কখন মনেও করিবেন না।

ঐ--৩৮১ শ্লোক।

ব্রাহ্মণাদুগ্র কণ্যায়া মা বৃতো নাম জায়তে।
আভীরোহম্বষ্ঠ কণ্যায়া মায়োগ ব্যাস্তু ধিগ্বণঃ"

—ঐ ১০ম অঃ ১৫ শ্লোক।

অর্থাৎ-- ক্ষত্রিয় হইতে শূদ্র কন্যায় জাতা উগ্রা, তাহাতে ব্রাহ্মণ হইতে জাতকে আবৃত জাতি বলা যায়, ব্রাহ্মণ হইতে অম্বষ্ঠ কণ্যাতে জাত পুত্রকে আভীর বলা যায় এবং শূদ্র হইতে বৈশ্য কণ্যায় জাত আয়োগবী উহাতে ব্রাহ্মণ হইতে যে সন্তান হয় উহার নাম ধিগ্বণ।

হিন্দু সমাজে কিভাবে শত শত জাতি উৎপন্ন হয়েছে নমুনা স্বরূপ সে সম্পর্কীয় এই একটি মাত্র শ্লোকই যথেষ্ট বলে মনে করি।

ক্ষত্রিয় পুরুষ ও শূদ্র কণ্যার মিলনে "উগ্রা" জাতি, উগ্রা কণ্যা ও ব্রাহ্মণ পুত্রের মিলনে 'আবৃত', ব্রাহ্মণ পুরুষ হইতে অম্বষ্ঠ কণ্যাতে জাত পুত্র "আভীর, শূদ্র হ'তে বৈশ্য কণ্যায় জাত সন্তানকে "আয়োগবী" এবং আয়োগবী কণ্যা আর ব্রাহ্মণের মিলন-জাত সন্তানকে 'ধিগ্বণ' জাতি বলা হয়েছে।

বলাবাহুল্য এরা সকলেই শঙ্কর জাতি এবং সমাজ ইহারা খুবই ঘৃণ্য। কিন্তু আমরা জানি—শিশু মাত্রই নিষ্পাপ; কেননা, কোন সন্তানই তার জন্মের জন্য দায়ী নয়। আলোচা সময়ে এক বর্ণের সাথে অন্য বর্ণের বিবাহ বৈধ ছিল। এমতাবস্থায় বৈধ বিবাহের সন্তানকে শঙ্কর বা প্রতি-লোম আখ্যা প্রদান করতঃ হীন ও ঘৃণ্য প্রতিপন্ন করাকে অতি জঘণ্য কাজ না বলে পারা যায় না। দুঃখের বিষয় এমনি ভাবে ধর্মের নামে কোটি কোটি মানুষকে শুধু হীন এবং ঘৃণাই করা হয়নি; পরস্পর বিবদমান এবং শত্রুভাবাপন্ন শতশত জাতিতে বিভক্ত এবং বিচ্ছিন্নও করা হয়েছে।

www.pathagar.com

নারায়ণ ঋষির কল্পনা-প্রসূত একটি ঋক বা মন্ত্রকে স্বকোপল-কল্পিত ব্যাখ্যার সাহায্যে কিভাবে শূদ্রবর্ণকে পদানত করা হয়েছিল এবং এই কারসাজিকে গোপন রাখার জন্য কি কি কলাকৌশল অবলম্বন করা হয়েছিল উপরের এইসব তত্ত্ব ও তথ্যাদি থেকে সে কথা সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে।

ক্রমে ক্রমে এই শূদ্র বর্ণকে কিভাবে 'জাতি ভেদের যাঁতাকলে' নিষ্পিষ্ট করা হয়েছে সে সম্পর্কীয় কয়েকটি মাত্র শ্লোককে নিম্নে উদ্ধৃত করতঃ এই প্রসঙ্গের ইতি টানছি ঃ

এক জাতি দ্বিজাতীংস্তু বাচা দারুণয়া ক্ষিপণ্।

... .

পাদয়োর্দার্ঢ়ি কায়াণ্ড গ্রীবায়াং বৃষণেষু চ" ॥

—মনুসংহিতা ৮ম অঃ ২৭০—২৮৩ শ্লোক ৭০৪-৭০৮ পৃ

অর্থাৎ—যদি শূদ্র জাতি ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণকে কঠিন বাক্য দ্বারা আক্ষেপ করে, তবে ঐ শূদ্র জিহ্বাচ্ছেদ রূপ দণ্ড প্রাপ্ত হইবে। যেহেতু ব্রহ্মার পদরূপ-জঘন্য স্থান হইতে উহার জন্ম হয়। ২৭০

শূদ্র যদি দ্বিজাতির উপর, "রে যজ্ঞদত্ত ব্রাহ্মণাধম" এবম্প্রকারে নাম ধরিয়া আক্রোশ করে তবে ঐ অপধাধে রাজা উহার মুখে জ্বলন্ত লৌহময় শঙ্কু নিক্ষেপ করিবেন। ২৭১।

শূদ্র যদি দর্প করিবা কোন শ্রেষ্ঠ জাতিকে "তোমাদের এই ধর্ম অনুষ্ঠেয়" এইরূপ ধর্মোপদেশ দেয় তবে রাজা উহার মুখে ও কর্ণে তপ্ত তৈল নিক্ষেপ করিবেন। ২৭২

শূদ্র কর-চরণাদির মধ্যে যে অঙ্গ দ্বারা শ্রেষ্ঠ জাতিকে প্রহার করে রাজা উহার সেই অঙ্গ ছেদন করিবেন। ইহা মনুর আজ্ঞা।" ২৭৯

শূদ্র যদি শ্রেষ্ঠ জাতিকে মারিবার জন্য হস্ত অথবা পা উত্তোলন করে তবে হস্তের উত্তোলনে হস্তচ্ছেদন' পদোত্তলনে পাদচ্ছেদন দণ্ড প্রাপ্ত হইবে। ২৮০

শূদ্র যদি ব্রাহ্মণের সাথে একাসনে উপবেশন করে তবে রাজা তাহার কটি দেশে লৌহময় তপ্ত শলাকায় অঙ্কিত করিয়া দেশ হইতে বহিস্কৃত

www.pathagar.com

করিবেন, অথবা যেন মৃত্যু না হয় এইরূপ করিয়া তাহার পাছা কাটিয়া দিবেন। ২৮১

শূদ্র যদি দর্প করিয়া ব্রাহ্মণের গাত্রে শ্লেষ্মা দেয় তাহা হইলে তাহার ওষ্ঠাধর ছেদন করিবেন এবং প্রস্রাব করিয়া দিলে লিঙ্গচ্ছেদন করিবেন। ব্রাহ্মণের গাত্রে অধোবায়ু ত্যাগ করিলে গুহ্য দেশ ছেদন করিবেন।২৮২

শূদ্র যদি অহংকারে হস্ত দ্বারা ব্রাহ্মণের কেশ গ্রহণ করে তবে উহার হস্তদ্বয় ছেদন করিবেন এবং হিংসার জন্য পাদদ্বয় গ্রহণে, চিবুকস্পর্শে, গ্রীবা গ্রহণে বা অন্ডকোষ গ্রহণে হস্তচ্ছেদন দন্ড করিবেন। ২৮৩

বলাবাহুল্য এ ধরণের শত শত উদ্ধৃতি তুলে ধরা যেতে পারে। প্রায় প্রতিটি ধর্মগ্রন্থেই এ ধরণের দন্ড-বিধি লিপিবদ্ধ রয়েছে। আগ্রহী পাঠকবর্গ একটু চেষ্টা করলেই সে সব পাঠ করতে পারেন। আমাদের চোখের সম্মুখেও এ সম্পর্কীয় ঘটনার বহু বাস্তব নিদর্শন বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং উদ্ধৃতির সংখ্যা বাড়ানোর কোন প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করিনা। তবে এ প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন যে এই দন্ডবিধি আইন দ্বারা বহুকাল শাসনকার্য পরিচালিত হয়েছে। ফলে হাজার হাজার শূদ্রকে যে রাজার আদেশে চরম ভাবে নির্যাতীত ও লাঞ্ছিত হ'তে হয়েছে সে কথা বলাই বাহুল্য।

প্রতিকার প্রতিবিধান ঃ

উপরে যে সব কথা বলা হয়েছে এবং তথ্য প্রমাণাদি তুলে ধরা হয়েছে এর মাঝে যে মিথ্যা বা অতিরঞ্জনের লেশ মাত্রও নেই এবং প্রকৃত অবস্থা যে এর চেয়েও জঘন্য এবং শোচনীয় ভুক্তভোগী কোটি কোটি মানুষ এবং যাদের চোখ-কাণ সামান্য মাত্রও খোলা রয়েছে তাঁরা সে কথা বেশ ভাল ভাবেই অবগত আছেন।

আর এ ব্যাপারে তথ্য-প্রমানাদি তুলে ধরার কোন প্রয়োজনই হয় না কেন না সব কিছু আমাদের চোখের সম্মুখেই ঘটে চলেছে।

পূর্বে পুনঃ পুনঃ এ কথা বলা হয়েছে যে—মানবীয় দৃষ্টি কোণ থেকে বিষয়টিকে তুলে ধরার মাধ্যমে সুধী-সজ্জন এবং প্রকৃত ধর্মভীরু

www.pathagar.com

মানুষদিগের সহানুভূতিশীল দৃষ্টিকে এদিকে আকর্ষণ করা এবং পবিত্র ধর্মের নামে লাঞ্ছিত নির্যাতীত কোটি কোটি মানুষের বুক ফাঁটা আর্তনাদ হাহাকারের অবসান ঘটানোর লক্ষ্যে ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা গ্রহন ছাড়া এই পুস্তিকা প্রকাশের অন্য কোন উদ্দেশ্যই আমাদের নেই।

তবে এ সম্পর্কে ভূক্তভোগী ভ্রাতা-ভগ্নিদিগের কাছে আমাদের কিছু বক্তব্য রয়েছে। আর তা হ'ল ঃ

কোটি কোটি মানুষের এই লাঞ্ছনা ও নির্যাতনের জন্য যারা দ্বায়ী হাজার হাজার বৎসর পূর্বে তারা গত হয়েছেন। তাদের অধঃস্তন বংশধরদিগের যাঁরা আমাদের পাশে রয়েছেন তাঁদের মাঝে এমন বহুজনই রয়েছেন যাঁরা মনে মনে এই অন্যায় ব্যবস্থা সমর্থন করেন না; বরং ইহার অবসান কামনা করেন। কিন্তু সমাজ-ব্যবস্থার জন্য কোন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে তাঁরা সাহসী হচ্ছেন না।

এমতাবস্থায় ভূক্তভোগী ভ্রাতা-ভগ্নিরা যদি তাঁদের হৃত অধিকার ফিরিয়ে পাওয়া এবং শোষণ নির্যাতনের অবসান ঘটানোর জন্যে নিজেরা যথাযোগ্য ভাবে এগিয়ে না আসেন তবে চিরদিন এই অবস্থা চলতেই থাকবে।

তাঁদের কাছে আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ! আপনারা শাস্ত্র পাঠ করুন এবং "গোড়ায় গলদ" অবসানের জন্যে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তুলুন। তবে আপনাদের এ আন্দোলন অবশ্যই সম্পূর্ণ রূপে অহিংস হতে হবে। অহিংস আন্দোলনকেও যে দুর্বার করে তোলা সম্ভব তার বহু উদাহরণ আমাদের সম্মুখে রয়েছে।

মনে রাখবেন--আপনারা যদি একাজে এগিয়ে না আসেন তবে শুধু মানবতার কাছেই আপনারা দায়ী হবেন না—আপনাদের প্রাণ প্রিয় বংশধরদিগের কাছেও আপনাদিগকে চরম ভাবে দায়ী হ'তে হবে।

তবে এ সম্পর্কে বিশেষ ভাবে মনে রাখা প্রয়োজন যে—শুধু আবেদন নিবেদন এবং অশ্রুপাতই এ জন্যে যথেষ্ট নয়। সুদীর্ঘ কাল যাবত অব্যাহত ভাবে চালু থাকার ফলে কায়েমী স্বার্থের এই পাষাণ-বেদী চরম ভাবে স্ফীত, উদ্ধত এবং বজ্র-কঠোর হয়ে উঠেছে।

www.pathagar.com

অতএব আবেদন নিবেদন এবং অশ্রুপাত সেই পাষাণ বেদীর পদ-মূল থেকে শুধু ব্যর্থ-ব্যাহত হয়ে ফিরেই আসবে না—সাথে সাথে চরম প্রত্যাঘাত ছুটে এসে কঠোর বিপর্যয় সৃষ্টির আশংকাও রয়েছে।

এ প্রসঙ্গে স্মৃতিপটে বিশেষ ভাবে জাগরূক রাখতে হবে যে—ধর্মের নামে এই দেশে স্বামী বিয়োগ-বিধুরা হাজার হাজার বিধবাকে হাত পা বেঁধে তাদের স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় নিক্ষেপ করার কাজ বহুকাল অব্যাহত ছিল।

এই হাজার হাজার বিধবা এবং তাদের পিতা মাতা প্রভৃতির বুক ফাঁটা আর্তনাদ কায়েমী স্বার্থের এই পাষাণ বেদীর পদ-মূলে সামান্য-তম ফাটলও ধরাতে সক্ষম হয়নি।

অবশেষে দোর্দন্ড প্রতাপ বৃটিশ রাজশক্তির কঠোর হস্তক্ষেপে এই পাষাণ বেদী খান খান হয়ে যায় এবং কুক্ষাত "সতীদাহ" প্রথার অব-সান ঘটে।

স্মৃতি পটে একথাও জাগরূক রাখতে হবে যে—অধিকার হারা নারী সমাজ বিশেষ করে কোটি কোটি বিধবার বুক ফাঁটা আর্তনাদের অবসান ঘটানোর জন্যে পন্ডিত ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যা সাগর, রাজা রাম মোহন রায়, আচার্য কেশব সেন প্রমুখ মণীষী বর্গের প্রাণ ঢালা আবেদন নিবেদন এবং যুক্তি প্রমাণ এই পাষাণ বেদীর পদমূল থেকে শুধু ব্যর্থ ব্যাহত হয়ে ফিরেই আসেনি প্রচন্ড প্রত্যাঘাতও তীব্র গতিতে ছুটে এসে সব কিছুকে নিস্তব্ধ ও বানচাল করে দিয়েছিল। ফলে আজও নারী জাতির অধিকার অতি নির্মম ভাবে পদদলিত হয়ে চলেছে; কোটি কোটি বিধবার বুক ফাঁটা আর্তনাদ হাহাকার আজও ভারতের আকাশ বাতাসকে বিষাক্ত বেদনার্ত করে রেখেছে।

সঙ্গে সঙ্গে একথাও মনে রাখতে হবে যে—উপরোক্ত মণীষীদিগের এই প্রচেষ্টায় আন্তরিকতার সামান্যতম অভাবও ছিলনা, যথাযোগ্য ভাবে জন-সমর্থন না পাওয়াই ছিল তাদের এই ব্যর্থতার কারণ।

অতএব আপনাদিগকে সকল প্রকারের বিভেদ বৈষম্যকে পদদলিত করতঃ অতীব নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে এবং

www.pathagar.com

যাঁদের হাতে এ কাজের চাবিকাঠি রয়েছে দুর্বার অথচ অহিংস আন্দোলনের মাধ্যমে তাঁদিগকে বুঝিয়ে দিতে হবে যে দাস, ছোটজাত, শংকর, প্রতিলোম, আচ্ছুৎ, হরিজন প্রভৃতি আখ্যা দিয়ে কোটি কোটি মানুষকে যাঁরা বংশানুক্রমিক ভাবে পদতলে নিষ্পিষ্ট নিপীড়িত করে চলেছেন তাঁদের মুখে "গণতন্ত্র" "মানবাধিকার" "পঞ্চশীলা" "রাখি বন্ধন"নরই নারায়ণ" "জীবই শিব" এসব বড় বড় কথা শুধু বেমানান এবং অশোভনীয়ই নয়—অতি জঘণ্য ভাবে প্রতারণামূলক ও "ভূতের মুখে রাম নাম" সদৃশও।

অতএব ওসব ছেড়ে নেমে আসুন এবং আপনাদের পূর্বপুরুষগণ যে জনৈক ভাব-প্রবণ ব্যক্তির কল্পিত শ্লোককে পুঁজি হিসাবে গ্রহণ ও কদর্থ করণের মাধ্যমে আমাদের সর্বনাশ সাধন করে গিয়েছেন অন্তর দিয়ে সেটা বুঝুন এবং আমাদের ন্যায্য ও ন্যায়সঙ্গত অধিকারকে ফিরিয়ে দিন। অন্যথায় কবি গুরুর নিম্নোদ্ধৃত অমর বাণীটি আপনাদের বিধিলিপি হয়ে দাঁড়াবে।

রে মোর দুর্ভাগা দেশ যাদের করেছ অপমান।
অপমানে হ'তে হবে তাহাদের সবার সমান।

www.pathagar.com

উপসংহার

আবাহমান কাল ধরে দুর্বলের উপরে সবলের অত্যাচার-অব্যাহত ভাবে চালু থাকার দু'টি কারণের প্রতি পূর্ববর্তী আলোচনায় আমরা সমধিক গুরুত্ব-আরোপ করেছি।

সেই দু'টি কারণের একটিকে 'গোড়ার গলদ' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ—এই পৃথিবীটার স্রষ্টা, মালিক, প্রভু, পরিচালক বলতে কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই ; ইহা আপনাপনি সৃষ্টি হয়েছে, আপনাপনি চালু রয়েছে এবং একদিন আপনাপনি ধ্বংশ বা শেষ হয়ে যাবে এক শ্রেণীর মানুষের মনে এই ধারণা-বিশ্বাস বিদ্যমান থাকাকেই 'গোড়ার গলদ' বলা হয়েছে।

এই ধারণা-বিশ্বাস বা গোড়ার গলদের কারণেই যে এক শ্রেণীর মানুষ লাঠির জোর, ছল, প্রবঞ্চণা বা অন্যযে কোন পথায় নিজ নিজ প্রভুত্ব-কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় উন্মাদ-বেপরওয়া হয়ে স্বৈরাচার, স্বেচ্ছাচার, তথা রাজ-তন্ত্র, সমাজতন্ত্র, উপনিবেশবাদ, পুঁজিবাদ, সম্প্রসারণবাদ, প্রভৃতির জন্ম দিয়েছে এবং দুর্বল-অসহায় কোটি কোটি মানুষের উপরে অত্যা-চার নির্যাতন ও শোষণ বঞ্চণার ষ্টীম রোলার চালিয়েছে এবং চালিয়ে যাচ্ছে সে কথাও আমরা যথা স্থানে তুলে ধরেছি।

আলোচনা প্রসঙ্গে সেখানে একথাও বলা হয়েছে যে—যাঁরা এই পৃথি-বীর একজন সৃষ্টিকর্তা, সর্বময় প্রভু, সব কিছুর মালিক এবং সার্ব-ভৌম ক্ষমতার একচ্ছত্র অধিপতির অস্তিত্বে আন্তরিক বিশ্বাস পোষণের দাবী করেন এমন মানুষদিগেরও অনেকেই কাজের বেলায় অর্থাৎ—এই পৃথিবীর সম্পদ-সম্পত্তির অধিকার, বিলি-বন্টন এবং ভোগ-ব্যবহারের ক্ষেত্রে সেই অবিশ্বাসীদিগের মতোই লাঠির জোর, ছল, প্রবঞ্চণা এবং স্বেচ্ছা-চারের আশ্রয় নিয়ে থাকেন।

পরিশেষে উপসংহার টানতে গিয়ে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এবং দৃঢ় কণ্ঠে আমরা বলেছি যে—

"যতদিন এই পৃথিবীর একজন মালিক, সর্বময় প্রভু এবং সার্বভৌম

www.pathagar.com

ক্ষমতার একচ্ছত্র অধিকারীর অস্তিত্বে অবিচল বিশ্বাস-স্থাপন এবং এক-মাত্র তাঁরই উদ্দেশ্যে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ তথা তাঁর প্রদত্ত বিধানানুযায়ী জীবন গড়া না হবে ততদিন যত প্রচেষ্টাই গ্রহণ করা হোক পৃথিবীর সম্পদ নিয়ে কাড়াকাড়ি মারামারি এবং প্রভুত্ব-কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার এই পারস্পরিক সংঘাত-সংঘর্ষ বন্ধ হবে না; ফলে পৃথিবীতে শোষণ বঞ্চনার অবসান তথা-শান্তি ও কল্যান প্রতিষ্ঠার যাবতীয় প্রচেষ্টাই অতি নিদারুণ ভাবে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হ'তে থাকবে।"

সুধী পাঠকবর্গ অবশ্যই লক্ষ্য করেছেন যে—পূর্ববর্তী আলোচনায় এভাবে জীবন-গড়ার কথা বলা হলেও কোন পথে এবং কোন পদ্ধতিতে তা-গড়া হবে এবং সেই পথ ও পদ্ধতি জানার উপায়-ই বা-কি সে কথা সেখানে বলা হয়নি। অতঃপর যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে সে কথাই তুলে ধরা হবে।

এভাবে জীবন গড়ার পথ ও পদ্ধতি যে ধর্মীয় বিধান থেকেই পাওয়া সম্ভব সে কথা খুলে বলার অপেক্ষা রাখেনা।

অথচ স্বৈরাচারী শক্তি ও স্বার্থবাদী মহলের ঘৃণ্য কারসাজি, অতি-ভক্ত, অন্ধভক্ত, ভাববিলাসী এবং কপটদিগের অবৈজ্ঞানিক ও পশ্চাৎ-মুখী চিন্তাধারা, অযোগ্য ও স্বার্থপরতন্ত্র পান্ডাপুরোহিত দিগের কার্যকলাপ প্রভৃতির জন্য অতীতের ধর্মগ্রন্থ সমূহের মৌলিকতা যে ভীষণ ভাবে ক্ষুন্ন-ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে ইতি পূর্বে সে কথা আমরা জানতে পেরেছি।

ধর্মীয় বিধানের এই শোচনীয় অবস্থার জন্যই যে মানবোদ্ভাবিত বিধি-বিধানের মতো ধর্মীয় বিধি-বিধানও অতি নিদারুণ ভাবে ব্যর্থ হয়ে চলেছে পৃথিবীতে পাপ দুর্নীতি, শোষণ-বঞ্চণা ও অত্যাচার-নির্যাতনের বিদ্যমানতা এবং দিনে দিনে ভীষণ ও ভয়াবহ হয়ে উঠা অকাট্য রূপে সেই প্রমানই বহন করছে।

এখানে স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগে যে ঃ

ক) তা'হলে কি লাঞ্ছিত, বঞ্চিত, অধিকার হারা কোটি কোটি মানুষের

www.pathagar.com

বাঁচার কোন পথই নেই ?

খ) তবে কি চিরন্তন কাল ব্যাপী বিশ্বের দুর্বল-অসহায় কোটি কোটি সাধারণ মানুষ কতিপয় সবল ও শক্তিমানের নির্যাতন, লাঞ্ছণা ও শোষণ-বঞ্চণার শিকার হয়েই থাকবে ?

গ) তা'হলে দয়াময়, প্রেমময়, সর্বশক্তিমান, ন্যায়-নিষ্ঠ এবং অন্য-নিরপেক্ষ একজন মহান প্রভুর অস্তিত্বের প্রতি কি করে বিশ্বাস পোষণ করা যাবে ?

ঘ) তিনি কি তাঁর দেয়া ধর্মীয় বিধান সমূহকে এই বিকৃতি বা ধ্বংশের কবল থেকে রক্ষা করতে পারতেন না ?

ঙ) সর্ব শক্তিমান হিসাবে নিশ্চিত রূপেই এটা তিনি পারতেন তবে কেন তিনি তা করলেন না ?

ইতিপূর্বে আলোচনা প্রসঙ্গে এসব প্রশ্নের কোন কোনটির উত্তর দেয়া হয়েছে। তথাপি বক্ষ্যমান আলোচনার স্বার্থে পুনরুক্তি করতঃ বলতে হচ্ছে যে ঃ

০ বিশ্ব নিখিলের সৃষ্টি, বিন্যাস, পরিচালন, পরিপোষণ প্রভৃতির প্রতি লক্ষ্য করলে অতি সহজেই আমরা উপলব্ধি করতে পারি যে, একটি মাত্র প্রাকৃতিক নিয়মের অধিনে এই বিশ্ব নিখিলের কোটি কোট সৃষ্টি আবাহমান কাল যাবত অতীব সুন্দর ও সুশৃংখল ভাবে পরিচালিত হয়ে চলেছে।

যিনি গোটা বিশ্ব নিখিলকে এমন সুন্দর ও সুশৃংখল ভাবে পরি-চালনার ব্যবস্থা করলেন তিনি সৃষ্টির সেরা মানুষ—যার মধ্যে পরস্পর বিরোধী দুটি প্রচন্ড শক্তি কার্যকর রয়েছে তার পরিচালনার জন্য প্রাকৃতিক বিধানের মতো কোন ব্যবস্থা প্রবর্তন না করে বিশ্বটাকে একটা নির্যাতন ও অশান্তির আগারে পরিণত হতে দিবেন এটা কোন ক্রমেই বিশ্বাস যোগ্য হতে পারে না।

০ এই উছৃংখলতা এবং শোষণ জুলুম চান না বলেই তিনি যে মানুষের জন্য ধর্মীয় বিধান অবতীর্ণ করেছেন পৃথিবীতে ধর্মীয় বিধান সমূহের বিদ্যমানতাই তার জ্বাজ্বল্যমান প্রমাণ বহন করছে।

www.pathagar.com

০ ধর্মীয় বিধান সমূহকে এই বিকৃতি ও ব্যর্থতার কবল থেকে তিনি অবশ্যই রক্ষা করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেন নি। কেন করেন নি সেকথা বলতে গেলে পটভূমিকা স্বরূপ দু'কথা বলতে হয়। আর সে পটভূমিকা হ'ল—

পৃথিবীর সকল দেশ একই সময়ে এবং একই সাথে উন্নত অগ্রসর হয়ে উঠেনি। সকল দেশের সকল মানব সম্প্রদায়গুলির প্রয়োজন, পরিবেশ, সমস্যা, গ্রহণ-যোগ্যতা প্রভৃতিও সমান বা একই রূপ ছিল না।

ফলে ভিন্ন ভিন্ন দেশের, ভিন্ন ভিন্ন মানব সম্প্রদায়ের, ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োজন এবং ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশ অনুযায়ী ধর্মীয় বিধান অবতীর্ণ হয়ে এসেছে।

যুগে যুগে মানুষের মন-মানস অভিজ্ঞ ও শক্তিশালী হয়ে উঠেছে, প্রয়োজন, পরিবেশ, গ্রহণ-যোগ্যতা প্রভৃতিরও পরিবর্তন সাধিত হয়ে চলেছে।

ফলে এক যুগে যা উপযোগী ছিল পরবর্তী উন্নততর যুগে তার অনেক কিছুই অপ্রয়োজনীয় এবং যুগের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। ফলে উন্নততরও যুগের উপযোগী বিধি-বিধান প্রবর্তনের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

কথাটিকে আরো সহজ করে বলা যেতে পারে যে—

হাজার হাজার বছর পূর্বে তদানিন্তন মানুষদিগের উপযোগী যে সব বিধান অবতীর্ণ করা হয়েছিল হাজার হাজার বৎসর পরবর্তী সময়ে তার বহু শিক্ষাই অকেজো এবং যুগের অনুপোযুগী হয়ে পড়েছিল। সুতরাং সেগুলিকে রক্ষা করার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না

তিনি কেন অতীতের ধর্মীয় বিধান সমূহকে বিকৃতির কবল থেকে রক্ষা করেন নি বা সে দায়িত্ব গ্রহণ করেন নি আশা করি এ থেকে সে কথা অনায়াসে বুঝতে পারা যাবে।

বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে অতীতের ঐ সব ধর্মীয় বিধানকে তিনি যে রক্ষা করবেন ঐ সব বিধানের কুত্রাপি এমন কোন ইঙ্গিতও তিনি প্রদান করেন নি।

www.pathagar.com

মোট কথা, অতীতের ধর্মীয় বিধান সমূহ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে, পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন মানব সম্প্রদায়ের কাছে তাদের ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োজন, ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশ এবং ভিন্ন ভিন্ন সমস্যার প্রেক্ষিকে অবতীর্ণ হয়েছিল, বলে উহাদের কোনটিই সার্বজনীন, সর্বকালীন, সকল সমস্যার সমাধানোপযোগী এবং পূর্ণাঙ্গ ছিল না।

এখানে বিশেষ ভাবে লক্ষ্যণীয় যে আজও যাঁরা অতীতের এই সব ধর্মীয় বিধানকে আঁকড়ে ধরে রয়েছেন তাঁরা ওগুলোকে যুগের সাথে খাপ খাওয়াতে না পারার জন্যে জীবনের সকল ক্ষেত্র থেকে বিদায় দিয়ে নিজেরা ধর্মনিরপেক্ষ সেজেছেন এবং ওগুলোকে উপাশনালয়ের চার দেয়ালের মধ্যে বন্দী করেছেন।

কেউ কেউ ওগুলোকে বর্বর যুগীয় চিন্তাধারা, শোষণের হাতিয়ার, প্রগতির শত্রু, আফিং সদৃশ প্রভৃতি বলে সর্বতোভাবে বর্জন করেছেন। কেউ কেউ ধর্মদ্রোহীর ভূমিকায় নেমে পৃথিবীর বুক থেকে ধর্মকে সম্পূর্ণরূপে উৎখাৎ করার কাজে আত্ম-নিয়োগ করেছেন।

এদিক দিয়ে বিবেচনা করা হলেও অকেজো এবং যুগের অনুপযোগী হয়ে পড়া অতীতের ধর্মীয় বিধান সমূহের বিকৃত ও বিলুপ্ত হওয়াকে স্বাভাবিকই বলতে হয়।

এবারে আসুন প্রকৃতির অলঙ্ঘ্য বিধানকে সম্মুখে রেখে বিষয়টিকে একবার ভেবে দেখি—

আমরা জানি, প্রকৃতির অলঙ্ঘ্য বিধানানুযায়ী বিশ্বের ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রতিটি জীবকে জন্মের পর থেকে শৈশব, বাল্য, কৈশোর প্রভৃতি পর্যায় গুলো একে একে অতিক্রম করতঃ পূর্ণ পরিণতির দিকে এগিয়ে যেতে হয়। ইহার সামান্যতম ব্যতিক্রম করার সাধ্যও কারো নেই।

অর্থাৎ---কোন কিশোর ইচ্ছা করলেই যৌবন লাভ করতে পারে না, আবার কোন বৃদ্ধের পক্ষেও যৌবন, বাল্য বা কৈশোরে ফিরে যাওয়া সম্ভব হতে পারে না।

আমরা এ কথাও জানি যে শৈশবের চাল-চলন, আচার-আচরণ, হাব-

www.pathagar.com

ভাব, চিন্তা-ভাবনা, পোষাক-পরিচ্ছদ প্রভৃতি সব কিছুই অস্থিতিশীল থাকে। বাল্যে, কৈশোরে পরিবর্তন হতে হতে যৌবনে এসে সব কিছুর একটা স্থিতিশীল অবস্থা সৃষ্টি হয়।

অনুরূপ ভাবে জাতি হিসাবে মানব জাতিকেও এক সময়ে শৈশব, বাল্য, কৈশোর প্রভৃতি পর্যায়গুলি একে একে অতিক্রম করতঃ বর্তমানের এই পরিণত এবং স্থিতিশীল অবস্থায় এসে উপনীত হতে হয়েছে।

বলাবাহুল্য এই প্রাকৃতিক নিয়মানুযায়ী অতীতে অবতীর্ন ধর্মীয় বিধান সমূহকেও মানব জাতির শৈশব-বাল্য এবং কৈশোরের সাথে সামঞ্জস্য পূর্ণ ও অস্থিতিশীল রেখে বর্তমানে মানব জাতি যখন পূর্ণাঙ্গতা লাভ করেছে তখন তার জীবন-বিধানকেও পূর্ণাঙ্গতা প্রদান করা হয়েছে।

আল্লাহ কেন অতীতের ধর্মীয় বিধান সমূহকে সংরক্ষিত করার দায়ীত্ব গ্রহন করেন নি বা তা করবেন বলে ও সব ধর্ম গ্রন্থে কোন ইঙ্গিত দেন নি আমাদের উপরের এই আলোচনার আলোকে সেই 'কেন'র উত্তর এভাবেও অতি সহজে পাওয়া যেতে পারে যে---

শিশুদিগের বেলায় "বর্ণবোধ" বা বর্ণ শিক্ষা নামক পুস্তিকা যত উপযুগী, মূল্যবান, গুরুত্বপূর্ণ এবং সংরক্ষন- যোগ্যই হোক, সেই শিশুরাই যখন বড় হয়ে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতিতে প্রবেশ করে তখন তাদের কাছে অতীতের সেই অতি প্রয়োজনীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ পুস্তিকা খানা সম্পর্ণরূপে অকেজোও অনুপযুগী হয়ে পড়ে; সুতরাং তার সংরক্ষনের প্রয়োজনও থাকেনা।

এখানে স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগে যে--সেই পূর্ণাঙ্গ, সার্বজনীন, এবং সর্বকালীন জীবন বিধান কোনটি ?

ইসলামের দাবী অনুযায়ী জানা যায়--মানব জাতি যখন জাতি হিসাবে পূর্ণ পরিনত অবস্থায় উপনীত হয়েছে তখন সকল যুগের, সকল দেশের এবং সকল মানুষের সকল সমস্যা সমাধানের পথ-নির্দেশ নিয়ে বিশ্বের সর্বশেষ, সর্বশ্রেষ্ঠ ও পূর্ণাঙ্গ জীবন-বিধান রূপে পবিত্র আল কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে।

www.pathagar.com

বলা বাহুল্য বিশ্ববাসীর জন্যে ইহাই সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ জীবন-বিধান। ভবিষ্যতে আর কোন জীবন-বিধান অবতীর্ণ হবে না। এমতাবস্থায় সকল প্রকারের আবিলতা ও বিকৃতি থেকে একে রক্ষা করা যে কত বেশী প্রয়োজনীয় সে কথা খুলে বলার অপেক্ষা রাখেনা।

সুখের বিষয় অবতীর্ণ হওয়ার পর থেকে অদ্যাপি অর্থাৎ--বিগত দেড় হাজার বছর যাবৎ ইহা সম্পূর্ণরূপে অক্ষত ও অবিকৃত রয়েছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে বলে স্বয়ং বিশ্ব পতি কোরআনের মাধ্যমে পুণঃ পুণঃ ঘোষণা করেছেন।

পবিত্র কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার শুরু থেকেই যে প্রতিক্রীয়াশীল শক্তি সমূহ সর্বশক্তিতে ইহার বিরোধীতায় লেগে ছিল ইতিহাস তার সাক্ষ্য বহন করছে। বর্তমানেও যে এই বিরোধীতার অবসান ঘটেনি তেমন প্রমানের মোটেই অভাব নেই। অথচ তাদের সকল প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিয়ে আল কোরআন সম্পূর্ণ অক্ষত অবিকৃত অবস্থায় এবং স্ব মহিমায় প্রতিষ্ঠিত রয়েছে; তার কারণ স্বয়ং বিশ্বপতি এর সংরক্ষণের দায়ীত্ব গ্রহন করেছেন।

এ'নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ না থাকায় অতঃপর এই বিরাট গ্রন্থের একটি মাত্র বাণীর বঙ্গানুবাদ নিম্নে হুবহু উদ্ধৃত করা যাচ্ছে।

কোরআন যে সার্বজনীন, সর্বকালীন এবং পূর্ণাঙ্গ এই ক্ষুদ্র বাণীটি থেকেই তা জানতে পারা যাবে। তা ছাড়া আমাদের পূর্ব কথিত 'গোড়ার গলদ' অর্থাৎ—এই পৃথিবী ও তার সম্পদ রাজীর উপরে মানুষের প্রভুত্ব কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার যে মানসিকতা পৃথিবীর যাবতীয় অত্যাচার-নির্যাতন, শোষণ-বঞ্চণা ও আর্তনাদ-হাহাকারের মূল কারণ সেই মানসিকতাকে চুরমার করা এবং প্রকৃত শান্তি ও কল্যান প্রতিষ্ঠার যথাযোগ্য পথ নির্দেশও এই ক্ষুদ্র বাণীটির মধ্যে দেখতে পাওয়া যাবে। উক্ত বাণীটি হ'ল—

"নিশ্চয়ই যাহারা ঈমানদার বা বিশ্বাসী এবং যাহারা ইহুদী, নাসারা ও সাবেয়ীন ইহাদের মধ্যে প্রকৃত অর্থে যাহারা একমাত্র আল্লাহ ও পারলৌকিক জীবনের প্রতি ঈমান আনিয়াছে এবং সৎকার্য সাধন

www.pathagar.com

করিয়াছে তাহাদের পুরস্কার তাহাদের প্রভুর নিকটে রহিয়াছে এবং তাহাদের কোন ভয় নাই আর তাহারা ক্ষতিগ্রস্থও হইবেনা"।

—আল কোরআন

বিশেষ ভাবে লক্ষ্যণীয় যে: এখানে এমন তিনটি কর্তব্যের কথা বলা হয়েছে যার কর্তব্য হওয়া সম্পর্কে পৃথিবীর কোন ধর্মাবলম্বীই কোন রূপ দ্বিমত পোষণ করেন না।

কথাটিকে আরো পরিস্কার করে বলা যেতে পারে যে—এই তিনটি কর্তব্য ছাড়া পৃথিবীর কোন মানুষের পক্ষেই যে ধার্মিক হওয়া সম্ভব নয়—ধার্মিক ব্যক্তিমাত্রেরই সে কথা জানা রয়েছে।

পাঠকবর্গের অবগতির জন্যে এই তিনটি কর্তব্যের কথা নিম্নে পৃথক পৃথক ভাবে তুলে ধরা হল:

১। আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস

লক্ষ্যণীয় যে বর্ণীটির প্রথমেই বলা হয়েছে—"ইন্নাল্লাজীনা আমানু" —অর্থাৎ "যারা ঈমান এনেছে বা বিশ্বাস স্থাপন করেছে" তারা এবং পরে ইহুদী, নাসারা, সাবেয়ীন তথা জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে বিশ্বের সকল মানুষকে লক্ষ্য করতঃ তাদের মাঝে যারা ঈমান এনেছে তাদের কথা বলা হয়েছে।

ইহুদী, নাসারা, সাবেয়ীন প্রভৃতিকে ঈমান আনতে বলার তাৎপর্য সহজেই বুঝতে পারা যাচ্ছে। কিন্তু প্রশ্ন হ'ল—এদের সাথে সাথে ঈমানদার বা বিশ্বাসীদিগকে নূতন করে ঈমান আনতে বলার কি তাৎপর্য থাকতে পারে?

এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে প্রথমেই ঈমান বা বিশ্বাস সম্পর্কে ইসলাম যে তিনটি পর্যায়ের কথা ঘোষণা করেছে তা' নিয়ে সংক্ষেপে দু'কথা বলার প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

তবে সে সম্পর্কে কিছু বলার পূর্বে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ আর একটি বিষয়ের প্রতি সুধী পাঠকবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

এখানে ঈমানদার, ইহুদী, নাসারা এবং সাবেয়ীন এই চার শ্রেণীর মানুষের জন্যে পুরস্কার, নির্ভয়তা এবং ক্ষতিগ্রস্থতা থেকে নিষ্কৃতি প্রদানের ওয়াদাটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

ঈমানদার, ইহুদী এবং নাসারাদিগের পরিচয় সকলের জানা রয়েছে।

www.pathagar.com

সাবেয়ীনদিগের সম্পর্কে কারো কারো মনে কিছুটা অস্পষ্টতা থাকতে পারে। সেজন্য বলতে হচ্ছে যে : এতদ্বারা অগ্নি তথা প্রকৃতি ও প্রতীক পূজক অন্য কথায় প্রথমোক্ত তিন শ্রেণী বাদে বিশ্বের অন্যান্য সকল ধর্ম বিশ্বাসীকে এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করতঃ প্রকৃত পক্ষে পৃথিবীর সকল ধর্মাবলম্বীদিগকে লক্ষ্যীভূত করা হয়েছে।

সুধী পাঠকবর্গ যদি পৃথিবীর সকল ধর্মগ্রন্থগুলিকে পাশাপাশি রেখে পাঠ করেন তবে অবশ্যই দেখতে পাবেন যে একমাত্র কোরআন ছাড়া অন্য সব ধর্মগ্রন্থগুলির আহ্বান, নির্দেশনা, বর্ণনা-বিবৃতির লক্ষ্যস্থল হল—তাদের নিজ নিজ অনুসারী বৃন্দ।

পক্ষান্তরে কোরআনের আহ্বান, নির্দেশনা, বর্ণনা-বিবৃতি প্রভৃতির লক্ষ্য স্থল হল—জাতি ধর্ম নির্বিশেষে বিশ্বের সকল মানুষ। এই—ক্ষুদ্র বাণীটির মাঝেও সেই প্রমানই আমরা পাচ্ছি। অতএব ইসলাম যে বিশ্বধর্ম সেকথা অনায়াসে বুঝতে পারা যাচ্ছে।

এবারে আসুন, এই ক্ষুদ্র বাণীটির মধ্যে যে চারটি শ্রেণীর কথা বলা হয়েছে পৃথক পৃথক ভাবে তাদের কথা বিশেষ করে ইসলাম কথিত ঈমানের তিনটি স্তর সম্পর্কে জানতে চেষ্টা করি।

ঈমানদার : ঈমানদারদিগকে কেন নূতন করে ঈমান আনতে বলা হ'ল সে সম্পর্কে বলা প্রয়োজন যে—ইসলামের দৃষ্টিতে ঈমান বা বিশ্বাসের তিনটি স্তর বা পর্যায় রয়েছে। সে তিনটি স্তর বা পর্যায় যথাক্রমে : আইনুল এক্বিন, এলমুল এক্বিন এবং হাক্কুল এক্বিন।

জ্ঞান বিকাশের সাথে সাথে মানুষ যখন এই বিশ্ব নিখিল বিশেষ করে নিজের আশে পাশের সৃষ্টি সম্ভার ও ব্যবস্থাপনার প্রতি বাহ্য দৃষ্টিতে লক্ষ্য করে তখন একজন মহান স্রষ্টার অস্তিত্ব সম্পর্কে তার মনে যে প্রত্যয় বা বিশ্বাসের সৃষ্টি হয় ইসলামী পরিভাষায় তাকে বলা হয় আইনুল এক্বিন—বা চোখের সাহায্যে বিশ্বাস।

এর দ্বিতীয় পর্যায়ে যখন গ্রন্থাদিপাঠ, জ্ঞানী ব্যক্তিদিগের সাহচর্য ও আলাপ-আলোচনা, উপদেশ প্রভৃতি অর্থাৎ--বাহ্য জ্ঞানের সাহায্যে--স্রষ্টা সম্পর্কে-অপেক্ষাকৃত গভীর ও দৃঢ় প্রত্যয়ের সৃষ্টি হয় তাকেই ইসলামী

www.pathagar.com

পরিভাষায় বলা হয়ে থাকে---এলমুল একিন বা জ্ঞানের সাহায্যে বিশ্বাস।

শেষ পর্যায়ে বাস্তব অভিজ্ঞতা, গভীর গবেষণা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা, সাধনা ও সংগ্রামের মাধ্যমে স্রষ্টা সম্পর্কে দ্বিধা-দ্বন্দ্বহীন এবং অটল ও অবিচল যে বিশ্বাসের সৃষ্টি হয়--ইসলামী পরিভাষায় তাকেই বলা হয় হাক্কুল একিন বা প্রকৃত বিশ্বাস।

বলা বাহুল্য উপরোদ্ধৃত বাণীতে ঈমানদার বলতে প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরের বিশ্বাসীদিগকে শেষ বা তৃতীয় স্তরের বিশ্বাসী হতে বলা হয়েছে।

যাঁরা এই শ্রেণীর বিশ্বাসী তাঁরা এমনই এক স্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাস পরায়ণ হয়ে উঠেন--যিনি সর্বজ্ঞ, সর্বদর্শী, চিরজীবন্ত, সর্বত্র বিরাজমান; যাকে ফাঁকি দেয়ার সামান্যতম অবকাশও নেই।

সেই মহান স্রষ্টা সম্পর্কে ইসলাম তা'দিগকে গভীর ভাবে এই বিশ্বাসই পোষণ করতে শিক্ষা দেয় যে, সমগ্র বিশ্ব এবং এর অভ্যন্তরে যা কিছু রয়েছে তার একমাত্র মালিক, সার্বভৌম ক্ষমতার একচ্ছত্র অধিপতি, আদেশ দাতা, বিধায়ক, রক্ষক, প্রতিপালক প্রভৃতিও একমাত্র তিনিই।

এই শ্রেণীর বিশ্বাসীদিগের মাঝে ইসলাম অন্য যে বিশ্বাস সৃষ্টি করার সুনির্দিষ্ট পথ-নির্দেশ দেয় তা হল—মানুষ এই পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধি। আর প্রতিনিধির কাজ হ'ল—প্রভুর নির্দেশকে সর্বতোভাবে বাস্তবায়ীত করা। অন্য কথায় প্রভুর উদ্দেশ্যে পরিপূর্ণ আত্ম-সমর্পন।

একথা বলাই বাহুল্য যে--"প্রতিনিধি" কোন কিছুর মালিক বা প্রভু হতে পারেনা--তার নিজস্ব কোন ইচ্ছা বা অভিপ্রায়ও থাকতে পারে না। প্রভুর ইচ্ছা বা অভিপ্রায়কে তাঁরই নির্দেশিত পথে বাস্তবায়ীত করাই প্রতিনিধির কাজ।

এ'নিয়ে আলোচনাকে দীর্ঘায়ীত করার সুযোগ এখানে নেই। যারা বিস্তারীত জানতে ইচ্ছুক তাঁদিগকে ইসলামের সাথে গভীর ভাবে পরিচিত হওয়ার সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়ে পরবর্তী প্রসঙ্গ শুরু করছি।

www.pathagar.com

পরকালের প্রতি বিশ্বাস :

এ সম্পর্কে ইসলামের শিক্ষা হ'ল--প্রতিনিধি হিসাবে পবিত্র কোরআনের মাধ্যমে মানুষের উপরে যে সব দায়ীত্ব-কর্তব্য অর্পিত হয়েছে পবিত্র কোরআনের আলোকে তাকে যথাযথ ভাবে পালন করতে হবে।

বলা বাহুল্য নিজেকে আদর্শ মানুষ তথা আল্লাহর যোগ্য প্রতিনিধি হিসাবে গড়ে তোলাকেও এই দায়িত্ব কর্তব্য সমূহের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

এই দায়ীত্ব-কর্তব্য সমূহ যথাযথ ভাবে পালন করা হ'লে শুধু এই পৃথিবীতেই শান্তি ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠিত হবেনা—পারলৌকিক জীবনেও মহাপুরস্কারের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে।

সঙ্গে সঙ্গে এ বিশ্বাস পোষণের প্রেরণা এবং পথ-নির্দেশও দেয়া হয়েছে যে—আল্লাহর প্রতিনিধি হিসাবে এই বিশ্বের বুক থেকে যাবতীয় অন্যায়-অসত্য ও শোষণ-জুলুমের অবসান ঘটানো তথা শান্তি ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠার কাজে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে; অন্যথায় পরকালে কঠিন শাস্তি অবধারিত হয়ে রয়েছে।

পক্ষান্তরে তা যদি করা না হয় তবে পৃথিবীতে তো শোষণ জুলুম এবং লাঞ্ছণা অপমান ভোগ করতে হবেই পারলৌকিক জীবনেও কঠোর শাস্তি অবধারিত বলে পুনঃ পুনঃ ঘোষণা করা হয়েছে।

অন্যান্য ধর্ম গ্রন্থে পারলৌকিক জীবন এবং পুরস্কার ও শাস্তি সম্পর্কে যে সব কথা বলা হয়েছে তার অধিকাংশই যুক্তি-গ্রাহ্য এবং সুস্পষ্ট নয়।

ওসব গ্রন্থে জন্মান্তরবাদ, প্রায়শ্চিত্তবাদ, প্রেতবাদ, পিশাচবাদ, নরকবাদ প্রভৃতির এমনই এক ডামাডোল সৃষ্টি করে রাখা হয়েছে যে যার উপরে কোন রূপ আস্থা-স্থাপনই সম্ভব নয়।

এ সম্পর্কে একটি উদাহরণই যথেষ্ট হবে বলে মনে করি। উক্ত উদাহরণটি হল—খৃষ্টানদিগের প্রায়শ্চিত্তবাদ সম্পর্কীয়।

প্রায়শ্চিত্তবাদের মূল কথা হ'ল—মহাত্মা যীশুখৃষ্ট ত্রাণকর্তা; কারণ

www.pathagar.com

খৃষ্ট জগতের যাবতীয় পাপের বোঝা নিয়ে তিনি ক্রুশে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন। তাঁর এই পবিত্র রক্তের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা হলেই বিশ্বাস স্থাপন কারীদিগের সমস্ত পাপের মার্জনা হয়ে যায়, তা'দিগকে পার লৌকিক জীবনে কোন রূপ শাস্তি ভোগ করতে হয় না।

বলা বাহুল্য এক জনের পাপে অন্য জনের শাস্তি এটা শুধু অমানবিকই নয়—সম্পূর্ণরূপে যুক্তি-বিরোধীও। তাছাড়া এমনি ভাবে পাইকারী মার্জণার ব্যবস্থা থাকলে মানুষের বেপরওয়া হয়ে সীমাহীন পাপে-লিপ্ত হওয়ারও বিরাট সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়া হয়।

এই পাইকারী মার্জণাকে সত্য বলে স্বীকার করে নিলেও প্রশ্ন থেকে যায় যে—যীশুখৃষ্ট এখন থেকে প্রায় দু'হাজার বছর পূর্বে বিদ্যমান ছিলেন। তাঁর পূর্বে পথিবীর হাজার হাজার বছর কেটে গিয়েছে।

এই সুদীর্ঘ সময়ে—কোটি কোটি এমন কি বলতে গেলে অসংখ্য অগণিত মানুষ যীশুখৃষ্টের আবির্ভাব তথা ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার পূর্বে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে; যাদের পক্ষে যীশুখৃষ্ট বা তার পবিত্র রক্তের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন সম্ভবই ছিলনা।

এমতাবস্থায় তাঁর পরবর্তি মানুষদিগের জন্যই তিনি ত্রাণ কর্তা হতে পারেন—পূর্ববর্তীদিগের জন্য নয়। এখন প্রশ্ন হ'ল—যীশুখৃষ্টের পবিত্র রক্তের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন ছাড়া যদি ত্রাণ লাভ বা পাপের মার্জনা সম্ভবই না হয় তবে তাঁর পূর্ববর্তী কোটি কোটি তথা অসংখ্য অগণিত মানুষের নরক ভোগের জন্য কে দায়ী হবে?

ঈশ্বরের বিধানকে অমান্য-অগ্রাহ্য করাই যে পাপ কাজ এবং যারা তা করে পাপী বলতে যে তাদিগকেই বুঝায় খৃষ্টান ভ্রাতা ভগ্নিগণ এ বিশ্বাস পোষণের দাবীও করে থাকেন।

অথচ তাঁরা ইচ্ছা করেই ভুলে যান যে—পাপী অর্থাৎ ঈশ্বরের বিধানকে যারা অমান্য অগ্রাহ্য করে এ কাজের জন্যে ন্যায়তঃ ধর্মতঃ তা দিগকে স্বয়ং ঈশ্বরের কাছেই দায়ী হ'তে হবে এবং তা-ই সঙ্গত ও স্বাভাবিক। কেননা তারা ঈশ্বরের বিধানকে অমান্য-অগ্রাহ্য করেছে।

আর মানুষ যার কাছে কোন অপরাধের জন্যে দায়ী হয় মার্জনা বা

www.pathagar.com

ত্রাণ ভিক্ষাও যে তাঁর কাছেই চাইতে হয় এ সাধারণ কথাটাও খৃষ্টান ভ্রাতা-ভগ্নিরা ইচ্ছা করেই ভুলে যান।

তাছাড়া একমাত্র এবং সর্বময় প্রভু হিসাবে মার্জনা বা ত্রাণ দানের যোগ্যতা এবং অধিকার যে একমাত্র ঈশ্বরেরই রয়েছে এবং তা-ই যে সঙ্গত ও স্বাভাবিক সে কথাটাও খৃষ্টান ভ্রাতা ভগ্নিরা ইচ্ছা করেই মনে রাখেন না—উপরন্তু বেচারা যীশুখৃষ্টকে টেনে এনে ত্রাণ কর্তার আসনে সমাসীন করেন।

এমতাবস্থায় পাপ, পাপী এবং ত্রাণ কর্তা সম্পর্কীয় তাদের বিশ্বাস যে যুক্তি-গ্রাহ্য নয় সে কথা খুলে বলার অপেক্ষা রাখেনা।

সৎ কার্যের অনুষ্ঠান :

একথা বলাই বাহুল্য যে সৎকার্যের অনুষ্ঠান ছাড়া-কোন মানুষই নিজেকে ধার্মিক বলে দাবী করতে পারেন না। কিন্তু অসুবিধা হল—মানুষের জ্ঞান, প্রজ্ঞা প্রভৃতি একান্তরূপেই সীমাবদ্ধ। ভুল ত্রুটি হওয়াও তার পক্ষে মোটেই বিচিত্র নয়। তাছাড়া মানুষ মাত্রই কম বেশ আত্ম-কেন্দ্রীক ও স্বার্থপর। এমতাবস্থায় প্রকৃতই কোনটা সৎ কাজ আর কোনটা অসৎ কাজ তা সম্যকরূপে নির্ধারণ করা মানুষের পক্ষে সম্ভব হ'তে পারেনা।

এ নিয়ে বিস্তারীত আলোচনার সুযোগ না থাকায় মাত্র দু'চারটি উদাহরণ নিম্নে তুলে ধরা যাচ্ছে :

অতীতের ধর্মীয় গ্রন্থ সমূহ এবং সে সবের অনুসারীদিগের ধারণা-বিশ্বাস এবং কার্যকলাপের প্রতি লক্ষ্য করলে দেখতে পাওয়া যাবে যে—

o এক শ্রেণীর মানুষ এই বিশ্বের স্রষ্টাকে অজড়, অমর, অসীম, অনন্ত, সর্বশক্তিমান এবং জন্ম-মৃত্যুহীন বলে বিশ্বাস করাকে সৎকাজ বলে ঘোষণা করে। আবার সেই মানুষেরাই সৃষ্টিকর্তার নামে পুতুল প্রতিমা প্রভৃতি জড় পদার্থের পূজাকে সৎকাজ বলে চালিয়ে যায়।

o মৎস্য, কুর্ম, বরাহ বা অন্য রূপে তাঁর জন্ম গ্রহণ, মৃত্যুবরণ, তৎকর্তৃক সন্তানের জন্মদান, ছল প্রবঞ্চনা করণ প্রভৃতি অবান্তর ও যুক্তি

www.pathagar.com

বিরোধী হলেও এক শ্রেণীর মানুষ এসবকে সত্য বলে বিশ্বাস করে এবং এই বিশ্বাস করাকে সৎকাজ বলে মনে করে।

০ এক শ্রেণীর ধর্মবিশ্বাসী পৃথিবীর অন্য সকল ধর্মবিশ্বাসীকে ঘৃণা অবহেলা করাকে সৎকাজ বলে মনে করে; জাতি ভেদ প্রথার উদ্ভব ঘটিয়ে কোটি কোটি মানুষের উপর শোষণ নির্যাতন চালিয়ে যায় এবং সে কাজকে সৎকাজ বলে মনে করে।

০ এক শ্রেণীর মানুষ মানবতার জয় ঘোষণাকে সৎকাজ বলে দাবী করে আবার নিজেরাই শুধু গাত্রবর্ণ কালো হওয়ার কারনে কোটি কোটি মানুষকে পশু অপেক্ষাও হীন প্রতিপন্ন করাকে সৎকাজ বলে বিশ্বাস করে।

যে সব বিবেকবান মানুষের চোখ কাণ খোলা রয়েছে তাঁরা এমনি ধরনের সৎকাজের নামে কত যে—অসৎ কাজের অনুষ্ঠান সর্বত্র এবং সকল সময়ে ঘটে চলেছে—তা অবশ্যই লক্ষ্য করে চলেছেন। সুতরাং উদাহরনের সংখ্যা আর না বাড়ায়ে শুধু এটুকু বলেই ক্ষান্ত হচ্ছি যে :

মানুষ যে এ ধরণের ভুল করতে পারে বিশ্বস্রষ্টা সে কথা জানেন এবং জানেন বলেই তিনি পবিত্র কোরআনের মাধ্যমে সৎকাজ এবং অসৎ কাজের সংজ্ঞা সুনির্দিষ্ট করে দিয়েছেন এবং বিন্দু পরিমান সৎকাজ এবং বিন্দু পরিমান অসৎ কাজকেও যে উপেক্ষা করা হবে না সুস্পষ্ট এবং দ্ব্যর্থহীন ভাষায় সে কথা বলে দিয়েছেন।

পবিত্র কোরআনের উপরোদ্ধৃত বাণীটিতে ঈমানদার এবং বিশ্বের সকল ধর্মাবলম্বীকে লক্ষ্য করতঃ কেন সত্যিকারভাবে আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস পোষণকারী হ'তে এবং সৎকাজের অনুষ্ঠান করতে বলা হয়েছে এবং সে জন্য পুরস্কার (প্রতিদান) নির্ভয়তা এবং ক্ষতিহীন জীবনের আশ্বাস কেন দেয়া হয়েছে আশা করি এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে তা বুঝতে পারা যাবে।

পরিশেষে এই আলোচনার অংশ গ্রহণকারী সুধী বৃন্দকে একবার নিবিষ্ট মনে ভেবে দেখার অনুরোধ করা যাচ্ছে যে—

০ কোন ব্যক্তি যদি ইসলামের শিক্ষানুযায়ী এমন একজন মহান স্রষ্টার প্রতি গভীর ভাবে বিশ্বাস পরায়ণ হয়ে উঠে—যিনি চির-জীবন্ত,

www.pathagar.com

সদা জাগ্রত, সর্বত্র বিরাজমান, সর্বদ্রষ্টা, সর্ব শ্রোতা, সব কিছুর হিসাব গ্রহনকারী, বিচারক এবং কর্মফল প্রদাতা তবে সামান্যতম পাপের অনুষ্ঠানও তার পক্ষে সম্ভব কিনা ?

০ কোন ব্যক্তি যদি ইসলামের শিক্ষানুযায়ী সেই মহান স্রষ্টাকে বিশ্বের সব কিছুর মালিক, প্রভু, কর্তা, সার্বভৌম ক্ষমতার একচ্ছত্র অধিপতি এবং নিজেকে তাঁর প্রতিনিধি বা অনুগত দাস বলে বিশ্বাস পরায়ণ হয়ে উঠে তবে তার পক্ষে প্রভুত্ব-কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার মানসিকতা পোষণ, সম্পদের অধিকার নিয়ে কাড়াকাড়ি, মারামারি বা কারো উপরে সামান্যতম অত্যাচার নির্যাতন, শোষণ বঞ্চণা প্রভৃতি চালিয়ে যাওয়া সম্ভব কিনা ?

০ ইসলামের শিক্ষা ও নির্দেশানুযায়ী কেউ যদি নিজেকে সৃষ্টির সেরা তথা মহান বিশ্ব প্রভুর যোগ্য প্রতিনিধি হিসাবে গড়ে' তোলে তবে তার পক্ষে কোন রূপ হীনমন্যতা, কোন হীন কাজের অনুষ্ঠান, ক্ষমতার অপব্যবহার, পাপাচার, অনুদারতা, অকৃতজ্ঞতা, প্রভৃতি সম্ভব কিনা ?

যদি আপনারা মনে করেন যে তার দ্বারা এসবের কোনটাই সম্ভব নয় তবে আসুন আপনার, আমার, কোটি কোটি লাঞ্ছিত মানুষের এবং গোটা বিশ্বের স্বার্থে বিশ্বের সর্বশেষ, সর্ব শ্রেষ্ঠ এবং পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান আল-কোরআনকে সর্বতোভাবে আঁকড়ে ধরি ; লাঞ্ছিত-বঞ্চিত মানবতার বুক ফাটা আর্তনাদের অবসান ঘটাই—সারা বিশ্বের শান্তি ও কল্যাণকে সুনিশ্চিত করি।

মনে রাখবেন—যদি তা না করা হয় তবে বিশ্বের যাবতীয় অন্যায়-অকল্যাণের জন্যে আমাদিগকেই দায়ী হতে হবে। পরম করুণাময় বিশ্ব প্রভু আমাদের একাজে সহায়ক হোন, আমিন।

সমাপ্ত

www.pathagar.com